

কেয়া মজেদার !

(প্রমোদ-রঙ্গ-নাট্য ।)

(স্টার থিয়েটারে অভিনীত ।)

প্রণেতা

শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ।

প্রকাশক

শ্রীগিরীশচন্দ্র মণ্ডল

স্টার থিয়েটার, কলিকাতা ।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ।

গ্রেট ইন্ডিয়ান প্রিন্টিং ওয়ার্কস্—১১, ১২ ও ১৩, কলিকাতা ।

মূল্য ১০ চারি আনা ।

মহামহিম—উদারচেতা—বন্ধুবৎসল

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজশ্রী কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহ

ঋয়রারাজ মহোদয় সমীপেষু ।।

প্রিয় সুহৃৎ !

জীবন মধ্যাহ্নের মধ্য পথে আসিয়া, সংসারের স্বাত প্রতিষাতের সহিত কঠোর সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, যাহা কিছু দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি, শিখিয়াছি, তাহাতে যথার্থই মনে হয়, বিধাতার বিচিত্র মহিমা জড়িত এই বিশাল পৃথিবী একটা বিরাট কর্মক্ষেত্র । স্বার্থের ভীষণ সংঘর্ষ একরূপ প্রবলভাবে চলিয়াছে—যে—যে গভীর একটু বাহিরে পা দিয়া ফেলে সেই ঠকিয়া যায়, নির্বোধ বলিয়া লোকের নিকট হাশাস্পদ হয়, কর্মকাণ্ডহীন বাতুল বলিয়া বুদ্ধিমানের চক্ষে প্রতীয়মান হয় । তাহার উপর ঐশ্বর্য্য মাদকতায় মত্ত আত্মভ্রমিতার এমন একটা দুর্দমনীয় স্রোত প্রবাহিত, যে দেখিয়া উন্মিয়া বোধ হয়, যেন—তাহা অনন্তকালেও প্রতিরোধ হইবার নহে । কমলার বরপুত্র হইয়াও, অকুল সম্পদ সাগরে ভাসমান থাকিয়াও, ভ্রুভাব ও অভিযোগের বিন্দুমাত্র তিক্তস্বাদ কখন না পাইয়াও, আপনি যে ভাবে আপনার অপকৃপা চরিত্রটি গঠিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয় । - অহঙ্কার আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এত বড় 'ধরা' খানা আপনার নিকট 'সরা' বলিয়া প্রতীত হয় না, ধনদান ও দরিদ্রের প্রতি ব্যবহারের মর্ম্মভেদী পাখি আপনাকে লক্ষিত হয় না ; দশ অঙ্গুলীতে দশটি হীরক

অক্লান্ত পরিশ্রম, লাগেণ্ডা অথবা মটর বানে চড়িয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলে, সে ভাগ্যবানের যেরূপ আদর অভ্যর্থনা হয়, মলিন বেশধারী, পা গাড়ীর সাহায্য গ্রহণকারী অতি দরিদ্র ব্যক্তি-রও তাহা অপেক্ষা কিছু কম সম্বৰ্দ্ধনা হইতে দেখি নাই। আরও একটা মহৎ গুণ আপনাতে লক্ষিত হয়। বন্ধুর প্রতি আপনার পূর্ণ সহানুভূতি আছে, বন্ধুর বেদনায় আপনি কাতর, বন্ধুর দুঃখ মোচনে আপনি যুক্তহস্ত। এই সকল নানা কারণে, আপনার গুণ-যুক্ত গ্রন্থকার অকিঞ্চিৎকর প্রীতি নিদর্শন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র-গ্রন্থ আপনার মহিমামণ্ডিত পবিত্র নামে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইল। কালধর্মের রীতি অনুসারে অনেকেই হয়ত, মনে করিবেন, যে আপনার সহিত বিশেষ কিছু স্বার্থের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, প্রবল আড়ম্বরের ভান করিয়া, এই ক্ষীণ কলৈবর, রজন্যাট্যখানি আপনাকে উপহার দিতেছি; কিন্তু আপনার অবিদিত নাই, যে পরিচয়ের প্রথম দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত, কখন কোনরূপ স্বার্থের বন্ধন আমাদের উভয়ের মধ্যে নাই। যেরূপ প্রীতি ও সহানুভূতির মধুর গীতি আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে, জীবন-যবনিকা পতনের পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, যেন সেইরূপ স্বাক্ষরই শুনিতে পাই, এই আমার বিনীত প্রার্থনা।

কলিকাতা,
১৩২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট।
২৬এ পৌষ, সন ১৩১৫ সাল।

}

অভিন্ন-হৃদয়
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

চন্দ্রধ্বজ	রত্নধীপের রাজা ।
প্রদোষ	রত্নধীপের সন্নিকটস্থ অস্ত্র এক রাজ্যের রাজপুত্র ।
লহর	ঐ সখা ।
সত্যসখা	পরী রাজ্যের সেনাপতি ।

রাজপুত্রগণ ও অক্ষরগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

মায়াবতী	চন্দ্রধ্বজের কন্যা ।
কালী পরী ।			
লাল পরী ।			
নীল পরী ।			
সবুজ পরী ।			

শরীগণ ইত্যাদি ।

কেয়া মজেদার !

(নাট্য-রঙ্গ ।)

—০০—

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

রক্তোছান ।

(লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী প্রভৃতি পরীগণ ।)

(গীত)

যাব সব রাজবাড়ীতে, ধুম লেগেছে সেথায় আজ ।

ভাল কোরে নেনা পোরে, যার যা আছে নতুন সাজখ

সেথা উঠবে মজার ঢেউ,

আহা ! বাদ যাবেনা কেউ,

বলক উঠে পড়বে ছুটে, নব অনুরাগের ঝাঁক ।

চাঁদের সুখা ঢের খেয়েছি,

পারিজাতের হার পরেছি,

(আজ) রাজার বাড়ীর রান্না খাব, যুচিয়ে পরীর লাজ ।

[সকলের প্রস্থান ।

(সত্যসখা ও কালা পরীর প্রবেশ)

সত্য । ওরে, ওরে, ও কালাপরি ! এয়া সব সেজেগেজে
দলবেঁধে চলো কোথা বন্ দেখি ?

কা, পরী । যারিনি; যাবার উদ্ধ্যগ কচ্ছে । কেন, তুই কি
জানিসনি ? চন্দ্রধ্বজ রাজার বাড়ীতে আজ ভারি ধুম, অনেক
রাজা রাজড়ার নেমন্তন্ন হয়েছে । লাল পরী, নীল পরী, সবুজ
পরী, এরা তিনজনে দলবল নিয়ে সেইখানেই এখনি যাবে ।

সত্য । রাজার বাড়ীতে আজ ধুমটা কিসের ?

কা, পরী । তাঁর পেয়ারের কুমারী—আর কুমারীই বা বলি
কেন, মাগী বল্লেই ঠিক হয় ; এ ব্যেস পর্য্যন্ত ত কার সন্ধে মালা
বদল কল্লেম না । বিয়ের নাম শুনলে, তেড়ে বেকে উঠে ধমু-
ষ্টকার এনে ফেলেন । রাজার স্নিনকুলে আর ত কেউ নেই, ওই
এক মেয়ে, কাজেই যা করে তাই সেজে যায় । তার ওপর রাণী
মারা গিয়ে অবধি—ধনি যেন আরও দ্বিগুণ হয়ে উঠেছেন ; বাপের
ওপর জোর জুলুম আদর আবদার আরও বাড়িয়ে তুলেছেন ।
রাজা নাকি সেদিন অনেক অগুনত বিনয় করে জিজ্ঞাসা করেন
যে তাঁর ব্যাপারটা কি ? চিরকাল আইবুড়ো হয়ে থাকবি এমন
কথা ত কোথাও শুনিনি । শুনলুম মেয়েটা রাজার মুখের ওপর
স্পষ্ট জবাব দিয়েছে, যে মনের মতন না হ'লে প্রাণ গেলেও কারুর
দাসী হ'ব না । সেই কথা শুনে, রাজা নাকি আশ পাশের অনেক
রাজা রাজড়ার ছেলেদের নেমন্তন্ন করেছেন, আজ একটা ভোজ
দেবেন । গুণবতী কণ্ঠাঠাকরণ তাদের ভেতর কারকে যদি
কৃপা করে পছন্দ করেন, বাপকে চুপি চুপি জানাবেন, তারপর
বিবাহের ব্যবস্থা হবে ।

সত্য। 'এত বড় বেয়াড়া ধাঁজের মেয়েমানুষ দেখছি!' আপনি পছন্দ করে বর বেছে নেবে—এই কথা বাপের মুখের ওপর বলে! লজ্জা সরমের ছিটে কঁটা নেই! আমি হ'লে এক বেটা বগুয়ার কাফ্রী ধরে এনে সামনে দাঁড় করিয়ে বলতুম, মাগো এই তোমার উপযুক্ত নাগর! যদি বিয়ে কর্তে না রাজী হ'ত, হেঁটে কঁটা ওপরে কঁটা দিয়ে পুতে ফেলতুম। বাক, ও কথা থাক। রাজার বাড়ীতে লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরীর নেমন্তন্ন হ'ল, আর তুই আমি বাদ গেলুম কি রকম?

কা, পরী। কেন বাদ গেলুম—বুঝতে পাচ্ছিসনি? লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী—আর তার দলকে—রাজা চন্দ্রধ্বজ ভয় করে, ভক্তি করে, ভালও বাসে। আমি কালা পরী কি না, রাজা নাকি বলে—আমার প্রাণটাও বুজায় কালা, তাই আমাকে বড় আমলে আনে না। আর তুই ত একটা ফাতুস, তোকে ত মানেই না।

সত্য। কি! এত বড় কথা বলি, আমি ফাতুস! আমাকে মানে না! এত বড় পরী-রাজ্যের বৃহৎ বিরাট বিকট সেনাপতি আমি, জোড়া বন্দুক সঙ্গে না রেখে এক পা চলিনি, আমাকে মানে না—এত বড় বুকের পাটা কার! খবরদার! অমন কথা আর মুখে আনিসনি। ফের যদি বলবি, এই জোড়া বন্দুকের গুলিতে তাকে ঝাল করে ফেলে দেবো।

কা, পরী। তা দিবি বই কি! তোর বীরত্ব আমার কাছে না হ'লে আর কলারি কার কাছে? তুই যদি ফাতুস নোস, তবে শুদের নেমন্তন্ন করে, তোর আমার খবর নিলেনা কেন?

সত্য। হ্যাঁ, এ একটা কাজের কথা বলেছিল বটে! জোজে

কা, পরী। খুব সোজা, খুব সোজা; বে মেয়েমানুষের প্রাণে
বত বেশী হিংসে থাকে, সে তত বেশী ভালবাসতে পারে।

সত্য। বটে বটে, তা জানতুম না, তা জানতুম না। তবে
তুই আরও হিংস্টে হ' আরও হিংস্টে হ' ; আমার আরও ভাল-
বাস, আরও ভালবাস।

কা, পরী। রাজা চন্দ্রধ্বজ ! দেখ আজ তোমার কি দুর্দশা হয়।
আমি কালা পরী, আমার প্রাণ কাল বলে আমার অবহেলা
কর, এত বড় দণ্ড তোমার ! আর আর পরীদের নেমস্তন্ন করে,
শুধু আমার বাদ দিলে ! আজ তোমার সুখের রাত, কি সর্বনাশের
প্রভাত নিয়ে শেষ হয়, খানিক পরেই দেখতে পাবে। (সত্য-
সখার প্রতি) ওরে ওরে, ওই দেখ, ওরা যাবার জন্যে তৈয়ারি
হয়েছে। আর দেরি করে কাজ কেই, তোর দলবল ডেকে নে,
আমরাও বেরুই চল।

সত্য। তা ডাকছি, তা ডাকছি ; একটা কথা তোকে
জিজ্ঞাসা করি ; হাঁারে, প্রথমটা ভালবাসা জানিয়ে শেষটা আমাকে
ঠকাবিনি ত ? তাকে ভালবেসে ফেলেছি বলে ত আর আর পরীর
দল আমাকে দল ছাড়া করেছে। শেষটা তুই আমার মজাবিনি ত ?

কা, পরী। তোর কি বিশ্বাস ?—তোকে আমি মজাতে পারি !

সত্য। খুব পারিস, খুব পারিস ; প্রেম হাত ফেরতা করতে
তোদের জাত সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু দোহাই ধনমণী আমার, টাটকা
টাটকি বদল কোরনা, দিন কতক পুরনো হ'তে দাও। আর একথাও
তোকে শুমোর ক'রে বলে রাখছি, আমার মতন সর্বদা হৃদয় নাগর
মনোহর, তুই নাগর, সরোবর, প্রান্তর, কন্দর, উর তর করে চ'ড়-
লেও পারিনি। আমি একটা রীতিমত বীর, সুমবার সময়ও মোকা

বন্দুক কাছ ছাড়া করিনি। বাঁশী বাজাতে জানি, বেহালা বাজাতে জানি, ঢোল বাজাতে জানি, মেয়েমানুষকে কি করে ঠাণ্ডা রাখতে হয় জানি ; আমার কোন গুণটা নেই বল দেখি ?

কা, পরী। ওরে আমার সোণার পাখি,—বেশ পড়ছিল, বেশ পড়ছিল। তোকে ছোলা দেব, দোলা দেব, কলা দেব, দুধ দেব আর একবার কপুচাও ত। শোন মুখপোড়া শোন, আমি তোকে খুব ভালবাসি।

(গীত)

তোমায় খুব ভালবাসি, তোমায় খুব ভালবাসি।

জীবন মরণ সমান করে, ওই পায়ের দাসী।

(আছি) ওই পায়ের দাসী ॥

সত্য—আজকে আমার, কালকে আবার শঙ্করার হবে,
পরশু ভোরে ডাকবে ইঁরে, তারেই প্রেম দেবে,
বিচার আচার নাইক তোমার, নতুন পেলেই খুব খুসী।
নাগর ব'লে স্বর্গে তুলে, শেষটা গলায় দাও ফাঁসী ॥

কা, পরী—যে রাখতে পারে, তারই দোকে বাঁধা হয়ে রই,
নারীর মানের কদর জানে, এমন পুরুষ কই,
তেমন তেমন রতন পেলে, সাগর জলে ভাসি।
হাঁসে চড়ি, হাওয়ায় উড়ি, খরি চাঁদের হাসি ॥

উভয়ে—এগিয়ে গেছি ঢের, এখন ফেরা বড় ফের,
যোগের কাছে বিয়োগ হেরে, ভোগের চলে জের,
বদ্বিন থাকে হাসি মুখে, আয় ভালবাসি।
টান্কা, প্রেমে খট্কা এনে, করবোনা বাসি ॥

কা, পরী। খুব বাহাছরি হ'য়েছে—নে, এইবার চল।
 সত্য। দাঁড়া, দলবল ডেকে নি। (মুহু ঐক্যতান বাদন
 ও সত্যসখা কর্তৃক বংশীধ্বনি করিয়া সঙ্কেত করণ।)

(সত্যসখার অমুচরগণের প্রবেশ।)

(গীত)

অমুচরগণ।—হকুম কি ? হকুম কি ? হকুম কি ?

আঁধার রাতে চাঁদ ওঠাতে হাজির আছি,
 হাজির আছি, হাজির আছি।

উভয়ে—রাজার বাড়ী দল বেঁধে যাব,

ভাল ক'রে তার মাথা খাব,

আমোদ বেজায় অর্জকে সেখায়, সে সব ঘোচাব।

অমুচরগণ।—বাহবা বাহবা মজা, খুব রাজী খুবরাজী খুব রাজী।

সকলে—চুপি সাড়ে এক আঁচড়ে দেখিয়ে দেবো কারসাজী॥

(লাল, নীল, সবুজ ও অন্যান্য পরীগণের প্রবেশ।)

অমুচরগণ।—হচে না তা, হচে না তা, হচে না,—

এতটা জোর অত গুমোর থাকবে না,

থাকবে না থাকবে না,

আমরা আছি, আমরা আছি, আঁচ্চো কি ?

আঁচ্চো কি—আঁচ্চো কি ?

হাত বুলিয়ে কাজ বাগিয়ে, তাঁড়িয়ে দেব সব পাজি,

সব পাজি—সব পাজি।

কা, প, সত্য ।—কাজটা অত নয়কো সোজা, পক্ষ বলছি তা,
ধর'ব যারে, সাধি কি তার সামলে ওঠে ঘা,
সকলে ।—কথার ছটায় মুখের ঘটায়, এত পশার কি ?
একটু পরেই বুঝ'ব সবাই কে কত কাজি—
(আমরা) কে কত কাজি ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

উদ্যান ।

(প্রদোষ ও লহরের প্রবেশ ।)

লহর । রাজকুমার ! এমন ধনুক ভাঙ্গা পণ কল্পে কেন বল
দেখি ? রাজা চন্দ্রধ্বজ অত মিনতি করে চিটা লিখে নিমন্ত্রণ ক'রে
পাঠালেন, সেখানে যেতে নারাজ হচ্ছো কেন ? আর কিছু হোক
না হোক, খানকতক কাঁচা পাকা মুখ ত দেখা যাবে । চুড়ীর ঠন্-
ঠনানিও ত কাণে বাজবে, নুপুরের আওয়াজেও ত প্রাণ খানিকটা
মেতে উঠবে । কেন ভাই এমন বেয়াড়া হচ্ছো ?

প্রদোষ । কাঁচা পাকা মুখের বড় তোয়াকা রাখিনা লহর !
চুড়ীর ঠন্ঠনানি, মলের কম্বুমানি ঢের শোনা গেছে, ও সব বড়
সজা নাই । শুধু যদি মতি পতি ঠিক রাখেন, ও জাতের ছাওয়া
মাড়াচ্ছিনি বাবা ।

লহর । কেন বল দেখি আজ বছর কতক থেকে এমন

উদাস ভাব এনে কলেছা ? পৃথিবীর সার রত্ন—জীরত্ন, তাই যদি না বুকে ধরতে পেলে তবে মানুষ হয়ে জন্মেছ কেন ?

প্রদোষ । . পার যদি আমার মনুষ্যত্বটুকু কেড়ে নাওনা জাই, তাতে আমি রাজি আছি । ও জাতের গোলামত্ব না কল্লো যদি চতুশদের দলভুক্ত হ'তে হয়, তবে আর কি কচ্ছি বল ।

লহর । এতটা চটলে কেন বল দেখি ?

প্রদোষ । লহর তোমার বল'ব কি—ও জাতের হাড় হক আমি বুঝে নিয়েছি । বাবা যখন চার জাহাজ ধন বোঝাই করে দিয়ে বাণিজ্য করতে পাঠালেন, তখনকার কথা জোয়ার মনে আছে ত ? সেই চার জাহাজ রত্ন শুল্ক ক'রে, আমি কোন জিনিষ সওণা করেছিলেম জান ? মেয়েমানুষের গ্রেম, মেয়েমানুষের প্রাণ, মেয়েমানুষের চাল চুপন; মেয়েমানুষের রীতি চরিত্র । আজ আমার বুকে মাথা রেখে বুলছে “আমি তোমার,” কাল আর একটা পুতন লোক দেখলেই আড় নয়ন মাচ্ছেন আর ষঃ দোলাচ্ছেন । এই আমার জন্তে বুক যায়, প্রাণ যায়, পলক ইঁয়া হ'লে ছুনিয়া অধিকার, আমার একটা ইসারায় দরিয়ার ভাসতে কোল আনা রাজী ; আবার দিন কতক যেতে না যেতেই শোনা গেল—সেই সুন্দরী ঠাকরণ আর একজনের পিরীতে লটপট খাচ্ছেন । সেই চকু কপালে ভুলে হাঁক ছাড়া, সেই হা হতাশ—দীর্ঘশ্বাস—সেই আছাড় পেছাড় খাওয়া; সেই সব পুরোনো ভাবের পুনরুদয় । আমি তাই কটু দিকি গেলেছি, বড় সহজে কাটকে জীবন-সঙ্গিনী কিনি ; তেমন তেমন যদি পাই, তখন দেখা যাবে ।

লহর । প্রাণটাকে এ রকম ক'রে কত কাল কাঁক ক'রে

য়েখে দেবে ভাই ? এই ভরা বোবনে বসন্তের কোকিল যখন কুহ কুহ ক'রে সাড়া দেবে, ফুফুয়ে হাওয়া যখন চোখে মুখে এসে লাগবে, তখন কি দিয়ে মনটাকে ভরিয়ে রাখবে তা'ত বুঝিনি ।

প্রদোষ । তুমি দেখনা, আমি শীগগিরই রীতিমত একটা নারক হ'য়ে পড়ছি । সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া, আগুনের মধ্যে পড়া, বুক পেতে বাজ ধরা, এই রকম গোটা ছুটার কাজ আমার কন্ঠেই হবে, তারপর হয় হিমালয়ের শৃঙ্গ থেকে, না হয় পাতাল ভেদ ক'রে একটা মনের মতন সুগোল, নিটোল ডউলসই নারিকা খুঁজে বার করছি ; তাকে নিয়ে এমন চুটিয়ে প্রেম করবো যে মূর্তিমান আদিরস খন্ খন্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলবে—দোহাই, আমার রক্ষা কর । আদত কথাটা কি জান, পরসার থাকে পাওয়া যায়, বা সোজায় যে জিনিস লাভ হয়, সে সব নিয়ে বড় মজাও হয় না, আর ক্ষে প্রেম বড় টেকেও না ।

• লহর । কি রকম নারিকা তোমার পছন্দ এটা জানতে পারি কি ?

প্রদোষ । তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমার একটু আভাস বলতে আমার আপত্তি নাই । বা'কে পাবার জন্তে অনেক ক্লিদ আপদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, প্রাণ নিয়ে খুব খামিকটা টানাটানি চলবে, পৃথিবী জুড়ে নাম বেজে যাবে, এমন একটা সুন্দরী যুষ্টি পাই তাহলে একহাত বেয়ে চেয়ে দেখি । কোথাও কিছু নাই, চতুর্দোলা চড়ে বাজনা বাজি ক'রে মেজের বাড়ীতে উপস্থিত হলেম, স্ত্রী ক'রে সাতপাক ঘুরিয়ে দিলে, চিড়িং চাড়াং, কিড়িং কাড়াং ক'রে কি সব মন্ত্র আওড়ালে—বাম, চিরকালের মত বাঁধন পড়ে গেল, এতে আমি রাজি নই ভাই

লহর। রাজা চন্দ্রসেজের কন্যা রত্নসীও বড় সামান্য ধনী নয়। তিনি বলেন কি জান, আমার যোগ্য পুরুষ ত দেখতে পাইনে; পুরুষগুলো ত ভেড়ার দল, আমার দাসী করবার উপযুক্ত কে আছে।

প্রদোষ। তাই নাকি! তাহলে একহাত দেখতে ক্ষতি নাই। কিন্তু লহর, বেশ জেনে রেখ যে মেয়েমাহুষ মুখে যত দাপট করেন, তিনি তত আগে ধরা দেন, আবার যখন ধরা দেন, তখন এমন জড়িয়ে পড়েন, যে রোজ দুশটা ক'রে লাথি মারলেও পুষ-বুড়ি হচ্ছে বলে পা ছুটো জড়িয়ে পড়ে থাকেন। আচ্ছা তোমার প্রেম ট্রেম করতে ইচ্ছা হয় না? তুমি কি রকম নারিকা চাও বল দেখি?

লহর। ও পিরীত প্রণয়ের চুফান তোলা নারিকা আমার মরকার নাই তাই, আমরা ছুলাম ছোট খাট পানুসি, তরঙ্গের ঠেলায় থান্ থান্ হয়ে যাব। আমার ভাই কস্তাপেড়ে সাড়ি পরা, হাতে দুগাহি সাঁকা, মাথায় থানিকটা সিন্দূর, বড় জোর কপালে একটি টিপ। এই রকম হ'লেই আমি খুসি আছি। নিজের হাতে ছুটো তরকারীই রেন্দে দিলে, খাবার সময় পাতের কাছে বসে পাখাপানা ছচার বার নাড়লে, ঝগড়া বিবাদের মধ্যে বড় জোর নখটা ছলিয়ে ছবার বজার ক'রে উঠল। সত্যি বল দেখি, এ রকম জীবন ভাল, না, প্রেমসী আমার দিন রাত এলিয়েই গড়ছেন, তুলে খাওয়াতে হবে, অতি সন্তর্পণে আঁচিয়ে দিতে হবে, তাঁর মজি হ'ল তবে ছুটো সোহাগের কথা কইলেন, এ রকম নারিকা ভাল?

প্রদোষ। কতকগুলো বাজে বচন শিখে রেখেছ খইত নয়;

রাজা চন্দ্রধ্বজের বাড়ীতে যদি যেতে হয় তা হলে আর দেয় কি করে কাজ কি ?

লহর । বধন যাবার জন্তে সাধি সাধনা করিলুম তখন ত উড়িয়েই দিয়েছিলে ; হঠাৎ এতটা ধীর হয়ে পড়লে কেন ?

প্রদোষ । কি রকম মেয়েমানুষটা একবার দেখাই যাক না । তার যোগ্য পুরুষ পৃথিবীতে নাই—এত বড় কথা যে মুখে আনতে পারে, তার বুকের পাটা ত নেহাত কম নয় । রাজকুমারীর চাল চলনটা কি রকম একবার বুঝে আসতেই বা দোষ কি ?

(লাল পরী, নীল পরী ও সবুজ পরীর প্রবেশ ।)

লাল । যাবে নাকি, তোমরা রাজা চন্দ্রধ্বজের বাড়ীতে নেমস্তূলে যাবে নাকি ?

নী, পরী । যদি যাও তো আমাদের সঙ্গে এস ।

স, পরী । রাজকুমারটি তোমারই যোগ্য ।

প্রদোষ । পরীর দল আজ কাল ঘটকীগিরী কাঁবে ত্রুতী হয়েছেন তা'ত জানতেন না ; আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন গা ?

লা, পরী । মেয়েটা বড় বেয়াড়া, বাপের কথা মানে না। ঘোষণা দিচ্ছে তবু বিবাহ কতে চায় না ; তোমার মতন সুন্দর পুরুষ যদি এ কাজে হাত দেয় তা হলে বোধ হয় তাকে টিট করে দেওয়া যায় ।

লহর । ঠাউরেছ ঠিক । তিনিও যেমন বেয়াড়া, আমাদের রাজকুমারও তেমনি ছ্যাঁচড়া ; যদি মেলাতে পার কাজটা খুব চুটিলে হইবে যাবে ।

নী, পরী । তবে আর দেরি করে কাজ নাই, আমাদের সঙ্গে এস ।

প্রদোষ । কেন বল দেখি, আমরা কি কাণা নাকি বে, পথ চিনে যেতে পারবো না ? তোমরা এগোও, যেতে হয় আমরা পরে যাবি ।

স, পরী । তা বেশ, তা বেশ ! কিন্তু খুব সাবধানে, বড় মতর্পণে পা ফেল ।

সহর । তোমরা হঠাৎ এসে আশ্রিমো হয়ে এতটা হুমকি দেখাচ্ছ কেন ! কিছু মতলব আছে নাকি ?

লা, পরী । যিনি যত বড়ই দান্তিক পুরুষ হ'ন, তাঁকে দেখলে মজতে হবেই হবে ।

নী, পরী । তার পায়ে লুটিয়ে পড়বেই পড়বে ।

স, পরী । তার কাছে দামধন লিখবেই লিখবে ।

(পরীত্রয়ের গীত)

সে সোজা মেয়ে নয়, সে সোজা মেয়ে নয় ।

মুখখানি তীর হাসি-মাখা চোখে কথা কয় ॥

দিন ছুপুরে দেখায় চাঁদ,

রূপেতে তার মোহের ফাঁদ,

রঙ্গ ভরা অঙ্গ বেড়ে প্রেমের উজান বয় ॥

পুরুষ দেখে ঠেকার করে,

পা ফেলেনা মাটির পরে,

শুমোরে তার ধরাখানা সরার মতন হয় ॥

প্রদোষ । যথেষ্ট হয়েছে, তোমরা এগোও আমরা পাইছি মিছি ।

স, পরী। বেশ আমরা বাচ্ছি, কিছু দেখো রাজকুমার, ভাল করে বুক বেঁধে আসতে ভুল না।

সী, পরী। বহুটিকে সঙ্গে নিয়ে বেঙ, কি জানি যদি তেমন তেমন হয়, সঙ্গে একজন থাকলে তুলিয়ে ভালিয়ে করে কিয়িয়ে আনবে।

স, পরী। চোকে তুলি এঁটে গেলেই ভাল হয়; সেরূপ বে দেখবে, তার করে কেয়া বড় সোজা নয়।

গহর। তোমাদের ভাব ত কিছু বুঝতে পারেন না বাবা; এই বলছো, রাজকুমার মনে কল্পে তাকে চিট বানিয়ে ছাড়বে; আবার বলছো, তাকে দেখলেই মজতে হবে; বসার্তে যা আছে হবে, তোমরা সরে পড় দেখি, তার পর যা হয় আমরা করছি।

(অন্যান্য পরীগণের প্রবেশ ও গীত।)

এস ধীরে এস ধীরে।

গরুর ভরে ভুলে আপনারে, ডুবায়োনা তঁরি, তীরে ॥

লভিবে যদি সে রমণী রতন,

হ'তে হবে তার মনেরি মতন,

লাজ স্নান ভয়ে দাও বিলাইয়ে,

চেয়োনা পাত্ত ফিরে ॥

কাছে গিয়ে যদি ফিরে এস চলে,

আকুল পিয়াসা চরণেতে দলে,

অনম কুরাবে জ্বালা নাহি যাবে,

মাগর সজিবে নয়নের নীরে ॥

[সকলের প্রস্থান।]

প্রদোষ। দেখ লহর ! আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, রাজা চন্দ্রধ্বজের বাড়ীতে আজ একটা হলখুল ব্যাপার হবে। লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী যখন আমাদের নিয়ে বাবার জন্তে এখান পর্য্যন্ত এসেছে, এর ভেতর কিছু না কিছু আছেই।

লহর। চকু কর্ণের বিবাদ রাজা চন্দ্রধ্বজের বাড়ীতে গিয়েই যেটান থাক চল। এখানে দাঁড়িয়ে মিছে আন্দোলনের দরকার কি ?

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

চন্দ্রধ্বজের উদ্যান বাটী।

(মাদ্রাবতী)

মারা। কেন বল দেখি—এতটা কিসের ? প্রাণটা কি কাণাকড়ি দিয়ে কেনা নাকি ? যিনি অমৃগ্রহ ক'রে হাত বাড়াবেন তাঁকেই দিতে হবে ? তারপর বাড়ি ধরে নিয়ে যাবেন, নতুন নতুন প্রথম দিন কতক পতি-প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাবেন, তারপরই হেসেই যবে ঢেকেবেন, সব চাকরাণী ছাড়িয়ে দেবেন, ভোরবেলা বাড়ীতে এসে ঢুকবেন—আমি শালী সারারাত চোখের জলে জঁচল তেজাব, খাবারটা কোলে করে বসে থাকব—কখন তিনি কৃপা করে এসে ভক্ষণ করবেন। এতটা জুলুম—এতটা হেনস্থা—নাই সহ্যলুম। কাকুর ধার ক'রে খেয়ে ত এত বড়টা হইনি ! দাগী হবার জন্যে এতটা মখেব্যথা কিসের ? দিন কি যাবে না নাকি ? আমি বেশ আছি—থাকবও বেশ ; নিজের প্রাণটুকুর ভেতর রাজস্ব প্রতিষ্ঠা করে নিজেই রাজা হ'ব, নিজেই রাণী হ'ব, নিজেই প্রজা হ'ব। সে কি মন্দ মজা নাকি ?

(গীত ।)

ছোট খাটো বুকের ভেতর পাতরো আমি রাজার ঘর ।
 মুঠো ভোরে রত্ন দেব, হোকনা আমার আপন পর ॥
 পিরীত করার ধার ধারি নি,
 ভালবাসার নাম জানি নি,
 পাপুড়ি ছিঁড়ে কেলি দূরে, মারতে এলে ফুলশর ॥
 কোকিলার কাণ কেটে দিই,
 মলয়ার ভাব কেড়ে নিই,
 (আমি) আপনি রাজা আপনি রাণী,
 আমার বেজায় দর ॥

(চক্ৰধ্বজের প্রবেশ ।)

চক্ৰ ! মাশ্বেতি ! তুমি হেথার ? তোমার সঙ্গিনীরা কোথায়
 গেল ?

মারা । সঙ্গিনী টঙ্গিনী বড় ভাল লাগে না বাবা, আমি এক-
 লাই বেশ আছি ।

চক্ৰ । শোন মা, আমার অহরোধ—আজ আর বালিকার
 আচরণ করোনা । অনেক রাজপুত্র নিমন্ত্রিত হয়ে আসছেন ।
 লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী, এঁদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে,
 তাঁরাও আসছেন । পরীর হল তোমার অত্যন্ত ভালবাসে ।
 দেখো মা আজ বেন চক্কা হকোনা—উৎসবের আনন্দে ব্যাঘাত
 দিও না ।

মারা । বাবা, তুমি আমার সঙ্গে এতটা ককো কেন ক

দেখি ? আমি কি কিছু কষ্টে আছি মনে কর ? আমার কোন অভাব নেই।

চন্দ্র । কেন না, আবার এ সব কথা কেন ? তুমি ত বলেছ তোমার মনের মতন হ'লে তুমি তা'কে বিয়ে করবে। সেইজন্যই আজ এই ভোজের আয়োজন ক'রে হুন্দর হুপুরুষ রাজপুত্রদের আহ্বান করা হয়েছে। তুমি দেখ—যাকে তুমি মনোনীত করবে, তারই সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে। আমি শপথ করেছি, এখনও কচ্চি—তোমার অমতে কোন কাজ করবো না।

মারা। বেশ ত—দেখাই যাক—কে কি রকম প্রাণ নিয়ে আসেন—তারপর বোঝা যাবে। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট বলে রাখছি বাবা, খালি হীরের আংটির চটকে আর মোড়েশা পাগড়ির জমকে আমি ভুলছি না। ভেতরের আর কিছু সম্পত্তি থাকবে সেই আমার পতি হবে।

(গীত ।)

জের দেখেছি জুড়ি চড়া আংটি পরা রাজা ।

ভেতর দিকে পচা ধসা ওপরটা তার তাজা ॥

কেবল বোসে গৌপেতে তা,

চাল অভাবে রাজ্যে হা হা,

প্রজা মরে অনাহারে নিজের বেলায় সরতাজা ॥

ছুঁড়ী পেলেই আঁচড়ে টেনে,

রাখুচে পুরে ঘরের কোণে,

প্রথম প্রথম বেজার রকম বছর গেলেই খুব সাজা ॥

পাই যদি ঠিক পুরুষ পরেশ,

বলতে যারে পারি সকল,

কেশ খুলে তার পা পৌঁছাব করবো প্রাণের রাজা ॥

চন্দ্র । ঐ দেখ মা, লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী, আসছেন । ওদের সামনে কোনরূপ চপলতা ক'রনা ।

মায়া । এই ত গোড়ায়ই গলদ ক'চ্চ বাবা । প্রাণের ভাঁচেপে রেখে নাগাদারি করি কি করে ?

(লাল পরী, নীল পরী ও সবুজ পরীর প্রবেশ ।)

পরীগণ । মহারাজের জয় হোক—রাজকুমারীর মঙ্গল হোক ।

চন্দ্র । আমার পরম সৌভাগ্য ! আপনাদের পদার্পণে আজ পুরী পবিত্র—আমি কৃতার্থ—আমার একমাত্র কন্যাও কৃতার্থ ।

লা, পরী । আমি আশীর্বাদ কচ্চি—রাজকুমারী চিরবোবনা হবেন । কুমারীর রূপের প্রভাৱ অন্ধের চক্ষুও ঝলসিত হবে ।

নী, পরী । আমি আশীর্বাদ কচ্চি—রমণীর সমস্ত সদৃশ্যে রাজকুমারীর হৃদয় পূর্ণ হবে ।

স, পরী । আমি আশীর্বাদ কচ্চি—রাজকুমারীর সত্যিকার গৌরবে বংশের মুখোজ্জ্বল হবে ।

(সত্যসখা ও কালা পরীর প্রবেশ ।)

সত্য । তাই ত মহারাজ, আশীর্বাদেই যে বেজার আওরাজ চলছে দেখছি ! ঠাওরান কি ? সত্যিই কি ফাতুস মনে করেন নাকি ? সাবধান—সাবধান—আর রক্ষে নেই—এই জোড়া বলুক বার কল্লেন । ছবার শুড়ুম শুড়ুম আওরাজ, আর সব মাল ।

কা, পরী। তুই ত বড় নির্লজ্জ দেখছি—পরের আরগীর এসেও নিজের মান ঠিক রাখতে পারিস না। ভুগু করে এক-দিকে দাঁড়া—আমি কথা কচ্ছি।

সত্য। কেন? আমি কি কথা কইতে জানি নি নাকি? এই পরীরদলের সামনে আমার অপমান করিস? আমার দোষ নেই—তুইও গেলি। জোড়া বন্দুক ভোরই উপর লাগতে হ'ল দেখছি।

চন্দ্র। হির হ'ন, হির হ'ন, সেনাপতি মশায়! অনুগ্রহ ক'রে এ অধীনের ভবনে পদার্পণ করেছেন—গান করুন—আহার করুন—আমোদ করুন॥

কা, পরী। মহারাজ, এতটা আপ্যায়িতের প্রয়োজন কিছু বুঝিনা। লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী, আর তাদের দলবলকে নিয়ন্ত্রণ করেন। কেবল আমরা দুজনে খাদ পড়লেম কেন? কান্নাটা জানতে পারি কি?

চন্দ্র। রাজা চৈতন্য মিত্রাবাদী নয়—জীবনে কখন অসত্যের প্রশ্রয় দেয় নি। যথার্থ কারণ এখনই নিবেদন করছি—যদি অগম্যবোধ হয়—মার্জনা করবেন।

সত্য। অত ভূমিকার দরকার নেই—যা বলবে শীগগির বল—নইলে এই জোড়া বন্দুক।

চন্দ্র। কালা পরীর চরিত্রে আমরা সকলেই অসন্তুষ্ট। হিংসা ও কুটিলতার কালা পরীর আশ পরিপূর্ণ, সমাজে গুরু হান হস্তা কোন মতেই কর্তব্য নয়। আর আপনি গুরু প্রিয় সহচর বলে এ উৎসবে আপনাকে আহ্বান করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করিনি।

প্রত্য। বটে, বড় বড় দুখ ভড় বড় কথা। তুনিও গেলে—

রাজকুমারীও গেল—আর যে যেখানে আছে সবাই গেল। এই জোড়া বন্দুক বের করুন !

কা, পরী ! তুই যদি আর একটা কথা কইবি, তোর মুখ এইখানে শুঁজড়ে ধরবো।

সত্য। তা ধরবি বৈ কি। আমার এমন সোণাপানা মুখ-খানা শুঁজড়ে ধরে খেঁত করে দিবি, আর আমার কেউ পছন্দ করবে না, তখন আমি কি করবো ?

কা, পরী। শোন রাজা, মনে করেছ লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরীর আশীর্বাদের জোরে তোমার সব আপদ বিপদ কেটে যাবে, তাই আমাদের এত অবহেলা করেছে—না ? কিন্তু তা হচ্ছে না। ওদেরও যেমন কথার নড় চড় হয় না—আমাদেরও ঠিক তাই। স্বীকার করি—তৈমিয়ার কন্যা চিরযৌবনা হবে—কিন্তু যৌবন উপভোগ করা ওর অধুটে হবে না। আমি অভিশাপ দিচ্ছি তোমার কন্যা এখনই ঘুমিয়ে পড়বে—একশ বছর সে ঘুম ভাঙ্গবে না—তুমিও একশ বছর অচেতন হয়ে থাকবে। এই রমণীয় রাজ প্রাসাদ বেষ্টিত সুরম্য উদ্যান ভীষণ অরণ্যে পরিণত হবে—সুখ্যালোক হেথা প্রবেশ করবে না। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্যজন্তু মনের আনন্দে বিচরণ করবে। বড় উৎসাহে আজ উৎসবের আয়োজন করেছে—এ উৎসব করেক দণ্ডের মধ্যেই যৌরতর বিবাহে আচ্ছন্ন হবে। এই আমি গণ্ডী দিয়ে বাড়ি—এই গণ্ডীর মধ্যে যে কোন মানুষ পা দেবে সে তখনই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়বে। বালু—আমাদের কাজ হয়েছে—আমরা চলেম।

সত্য। এত হাজার হজ্জেকে কি রকমার ছিল ? তুই এক

বার ঘুঘের কথা বলিলে বল্ না এই জোড়া বন্ধুকে সব সাবাড় করে দিলে বাই।

কা, পরী। কোন কথা কস্ নি—আমার সঙ্গে চলে আর।

মত্যা। তাই চ, তাই চ; আমি ত তোর নেকড় ব'রে আছিই। [মত্যসখা ও কালা পরীর গ্রহান।

চক্র। একি বিব্রাট! উৎসবের আনন্দে আজ একি বিষ! কি হ'বে? উপায় কি? এরূপ ধোরতর সর্কনাশ হ'বে, যথেষ্ট তা ভাবি নি। না, না, তোর অদৃষ্টে এই ছিল।

মারা। তুমি কেন ভাবছ বাবা, একশ বছর না হয় ঘুঘু-লুমই বা, তাতে আর হয়েছে কি? আমার জীবন ত এক রকম জেগে ঘুমিয়েই কাটছে।

কা, পরী। রাজা চক্রবর্তী, আজকের এ দুর্ঘটনার আমরা সকলেই দুঃখিত; কিন্তু উপায় নাই, কালা পরী বা বলছে তা ফলবেই ফলবে। তুমি আর তোমার কন্যা এখনই নিমজ্জিত হয়ে পড়বে, একশ বছরের মধ্যে সে ঘুম আর ভাববে না। এই দুর্লভ রাজপুরী অতি শীঘ্রই বাঘ ভান্ডকের আবাস স্থান হবে। শুধু তাই নয়!—এই একশ বছরের মধ্যে কালা পরীর গভীর ভেতর যে কেউ এসে পা দেবে সেই অচেতন হয়ে পড়বে—শত বৎসরের মধ্যে তার চেতনা হবে না।

চক্র। কি সর্কনাশ! নিমজ্জিত রাজপুত্রেরা এক এক করে এখনই আসবেন, তাঁদের কি গতি হবে?

নী, পরী। শুধুসেন ত মহারাজ, কালা পরীর গভীর ভেতর যে পা দেবে সেই একশ বছরের মতন ঘুমিয়ে পড়বে। অসম্ভবতঃ এর কোন প্রতিবিধান নাই।

লা, পরী । কিন্তু মহারাজ, যদি কোন রাজপুত্র সেই ভীষণ অরণ্যানী ভেদ করে, সিংহ ব্যাঘ্রের জরে সমুচিত না হ'লে, বাহন তর করে, এই রাজপুরীতে প্রবেশ কর্তে পারেন, আর নিমিত্ত রাজকুমারীর অঙ্গ স্পর্শ করে, নাম ধরে ডাকতে পারেন, তা হলে সেই মুহূর্ত্তেই কুমারীর চেতনা হবে, আগনারও নিদ্রাতল হবে, প্রাসাদবেষ্টিত ভীষণ বনরাজিও আবার কলে কুলে স্তম্ভোদ্ভিত হবে ।

লা, পরী । শুভ্র মহারাজ, কালা পরীর প্রিয় সহচর সত্য-সখার নিকট একখানি মন্ত্রপুত তরবারি আছে, সে তরবারি হাতে করে ব্যাঘ্র ভল্লকের সম্মুখে উপস্থিত হ'লে, কোন বন্যজন্তুর সাধ্য নাই যে আক্রমণ করে । আর কালা পরীর কাছে মায়ী কাননের একটি গোলাপফুল আছে, যেটি যেখানে ছোঁরাবে, সেই খানেই রাশি রাশি গোলাপ ফুল ফুটে উঠবে । আর একটি চাবি আছে, তার সাহায্যে যে কোন কড়দার মুহূর্ত্তে উদঘাটিত হবে ।

মারা । বাবা ! বাবা ! আমি আর দাঁড়াতে পারিনি, অহ যেন অবশ হ'য়ে আসছে—নিদ্রায় আচ্ছন্ন হচ্ছি—চোখ চাহিবার আর শক্তি নাই । (নিদ্রিত হওন)

চক্র । এ কি ! এ কি ! হঠাৎ এত ঘুম কোথা থেকে এল ! দেহে যেন বিপ্লবাত্র বল নাই, শস্যের আশ্রয় গ্রহণ করবার অঙ্গ অঙ্গ যেন লালারিত হ'য়ে পড়ছে । (নিদ্রিত হওন)

লা, পরী । রাজা চক্রধ্বজ আশীষের বড় বড় ছিলেন । কালা পরীর বিরাগভাজন হ'য়েই তাঁর এই সর্বনাশ হ'ল । এখন উপায় ?

নী, পরী । রাজকুমার প্রদোষের সাহায্য ভিন্ন কুমারীর

চেতনা হওয়া অসম্ভব। নির্জনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে রাজকন্যার ঘুম ভাঙাবার উপায় তাঁকে বলা বাক, দেখি তিনি কত দূর কি করেন।

স, পরী। চল আমরা একটু অন্তরালে যাই। নিমন্ত্রিত রাজপুত্রেরা একে একে আসছেন বোধ হয়।

[পরীগণের প্রস্থান।

(১ম রাজপুত্রের প্রবেশ।)

১ম রা, পু। এ কি রকম বাবা! রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণে আসা গেল, কারুর লাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছেনা যে! এ কি! রাজা চন্দ্রধ্বজ এক পাশে চোখ বুজে পড়ে আছেন, রাজকন্যাও গভীর নিদ্রায় মগ্ন, এ রকমথানাটা কি? ডেকে একবার লাড়া নেওয়া যাক। (চন্দ্রধ্বজের নিকট অগ্রসর) তাইত! কি হ'ল বাবা! এত ঘুম হঠাৎ কোথেকে এল! চোখ চাইতে পাচ্চিনি যে, এইখানেই একটু শুয়ে পড়া বাক। (নিদ্রিত হওন)

(২য় রাজপুত্রের প্রবেশ।)

২য় রা, পু। এ কোথায় এলুম বাবা! নিমন্ত্রণ বাড়ী এ রকম নিঃশব্দ কেন? ঐ না রাজা চন্দ্রধ্বজ, ঐ না রাজকন্যা মায়াবতী! ও পাশে আবার একটা শুয়ে কে? কারও যে লাড়া শব্দ নাই দেখছি। বুঝিছি, বুঝিছি—দেবার মদ চালিয়ে দেশার বোঁকে কাত হ'রে পড়েছেন—একটু নাড়া চাড়া দিবে দেখি। (অগ্রসর হওন) আরে ম'ল, হঠাৎ চোখ এত জড়িয়ে এল কেন বাবা! এ যে বেজার ঘুমের আমেজ দেখছি। দাঁড়াতে পাচ্চিনি—এইখানেই একটু শয়ন করা বাক। (নিদ্রিত হওন)

(৩য় রাজপুত্রের প্রবেশ ।)

৩য় রা, পু। এ কি অপরূপ দৃশ্য বাবা ! গড়া গড়া শুয়ে সব নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে ! ঐ যে রাজা চঞ্জধ্বজ—ঐ যে রাজকন্যা—পাশে ও দুটো প'ড়ে কে ? এত মজা মন্দ নয় ! এগিয়ে একটু দেখিই না ব্যাপারটা কি ? (নিকটে আগমন) এ কি হ'ল ! মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল কেন ? হঠাৎ এত ঘুম এসে পড়ল কেন ? চার রাজ্যের সমান টানে জেগে ফুর্তি করা গেছে—এত ঘুম ত কখন পায়নি বাবা ! গেলুম যে—দাঁড়াতে পাচ্ছিনি যে—এইখানেই শুয়ে পড়া যাক । (নিদ্রিত হওন) ।

(৪র্থ রাজপুত্রের প্রবেশ ।)

৪র্থ রা, পু, । রাজকন্যা মারাবতী আমার হাত ছাড়াতে পাচ্ছে না বাবা । চার চার বার ভাট্টকে দিয়ে নারকেল পাঠিয়েছিলাম, পারে করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল । আজ যখন নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছে, তখন আর যায় কোথা ? পৌঁফটার আর একটু তা' দিয়ে নিই । মুখখানার পেউড়ীত মেখেইছি, তবু এক বার ঝেড়ে বুড়ে নিই । এ কি ! সারি সারি সব মুদরের মতন পড়ে কেন ? একটু এগিয়ে দেখা যাক । (নিকটে আগমন) ঘুম—ঘুম—বেজায় ঘুম—গেলুম—গেলুম—এই খানেই শয়নে পড়লাভ করা যাক । (নিদ্রিত হওন) ।

(প্রদোষ ও লহরের প্রবেশ ।)

লহর । রাজকুমার । ব্যাপার কিছু বুঝতে পাচ্ছ ? রাজা চঞ্জধ্বজ একপাশে প'ড়ে, রাজকন্যা ঘুমে অচেতন, নিমন্ত্রিত রাজপুত্রদের সাড়াশব্দ নাই । ভাল ভাল খাবার, ভাল ভাল মদ অবশ্যে পড়ে কাঁদছে, কারখানা কিছু নুতনতর দেখছি ।

প্রদোষ। আসবার আগেই আমি ত, তোমায় বলেছিলুম,
আজ একটা কিছু বিচিত্র ঘটনা ঘটবেই। এর ভেতর যাহুমাত্র
কিছু চলেছে, তার আর সন্দেহ নাই।

লহর। এগিয়ে দেখব নাকি ?

প্রদোষ। না, না, অমন কাজ ক'রনা। ভাল করে তলিয়ে
একটু বোঝা যাক।

(লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরীর সদলে প্রবেশ গীত ।)

সামলে থেক, এগিও নাক, বাড়িও না আর পা।

ঘুমের ঘোরে প'ড়বে ঘুরে, গুলিয়ে যাবে গা ॥

কালো পরী গণ্ডী দিয়ে,

রাজার মেয়ের ঘুম পাড়িয়ে,

আগাগোড়া সব মজিয়ে, গেছে চলে দেখ্‌চ'তা ॥

তুমি এসে জাগিয়ে তুলে,

ঘুমের বাঁধন দেবে খুলে,

চুপি চুপি এস চলে, হেথায় কিছু বলব না ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

বনপ্রান্ত ।

(প্রদোষের প্রবেশ ।)

প্রদোষ । কি আশ্চর্য্য ! কালা পরীর অভিষেকের এত জোর, তা আমি জানতেম না ! রাজা চন্দ্রধ্বজের অমন সুন্দর রাজ-প্রাসাদ কি ভয়ানক বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন হয়েছে ! মনুষ্য সমাগম ঘুরে থাক, হিংস্র পশুগণ তথার অবাধে বিচরণ করছে । রাজা নিদ্রিত, রাজকুমারী মায়াবতী মিদ্রিতা, নিমন্ত্রিত রাজপুত্রগণও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ! শত বৎসরের মধ্যে চেতনা হবার সম্ভাবনা নাই । লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী, চন্দ্রধ্বজ রাজার পরম স্তম্ভকাজী, রাজকন্যাকেও তারা খুব ভালবাসে । ঘুম ভাঙ্গাবার ভার আমার উপর অর্পিত হয়েছে, কিন্তু যে যোগাযোগের প্রয়োজন, আমার দ্বারা তা সম্ভব হয় কি ক'রে ? মায়া-তরবারি, মায়া-কুল, মায়া-চাবী এ সমস্ত সংগ্রহ করতে পারলে—তবে ত, আমি মায়াবতীর নিকট উপস্থিত হ'তে পারব ! ঐ তিনটি জিনিস কালা পরীর যাহা বিচার প্রধান অস্ত্র ; তাকে ভুলিয়ে—তার সঙ্গে মিলে মিলে—এ সমস্ত যোগাড় করা বড় সোজা ব্যাপার নয় ! লহর ত, খুব লম্বা চওড়া কথা কইলে, বললে, এসব আমি যেমন ক'রে পারি বাগিয়ে এনে দেব ! তারপর ত, ক'দিন আমি তার দেখাই নাই ! এখন করা যায় কি ? যেমন কাজখুঁজছিলেন ভগবান তা মিলিয়ে দিয়েছেন ।

এই রকম বিপদ আপদ মাথায় ক'রে—খুব খানিকটা সাহসের পরিচয় দিয়ে—জীবন-সঙ্গিনী করতে পারা যায়, তবেই তাকে প্রাণখুলে প্রাণেশ্বরী বলে ডাকতে পারি।

(লহরের প্রবেশ ।)

কি রকম খানা তোমার বল দেখি লহর ? ছাতি ফুলিয়ে আশা দিয়ে গেলে—কাল পরীর কাছ থেকে তলওয়ার, ফুল, চাবি বাগিয়ে এনে দেবে, তারপর ত, ক'দিন আর সাড়া শব্দ নাই ! আমার ত, এখন প্রাণ যায়, কি উপায় হয় বল দেখি ?

লহর । এ ক'দিন কি আর আমি নিশ্চিন্তি ছিলাম ? কাল পরীর পাছু পাছু ঘুরেছি, মুখের হাই ধরেছি, গায়ের খুলো ঝেড়েছি, জামার বোতাম এঁটে দিয়েছি, কচুরি, মেঠাই, জিলিপি, পান্ডুরা চব্যচব্য ক'রে খাইয়েছি, পরীচাঁদ আনুষের ফাঁদে এসে ঠিক পা দিয়েছেন ! আজকালের মধ্যেই তলওয়ার, ফুল, চাবি ঠিক এনে হাজির করছি।

প্রদোষ । কি রকম ! কি রকম ! পরীকে পিরীতে ফেলেছ নাকি ? তোমার বাহাছুরি আছে তাই !

লহর । তুমি কি আমার একটা কেও কেটা প্রেমিক ঠাওরাও নাকি ? এইবার দেখনা—পরীর পীটে চড়ে আসমানে আসমানে উড়ে বেড়াব, জ্যোৎস্নার সরবৎ আর সুধার হালুয়া ভিন্ন আর কিছু খাব না, নরলোকের আর বড় তোরাকা রাখিনি ।

প্রদোষ । আসল কথা ফেলে রেখে পরীর প্রেমে মেতে উঠলে নাকি ?

লহর । এঁটা—তুমি নেহাত নাশীলক ! প্রেম-শাস্ত্রের বর্ণপরিচয় হয় নি, অথচ আপনাকে দিগ্গজ পণ্ডিত বলে পরিচয় দাও ?

মেয়েমানুষের কাছে কাষ আদায় করতে হ'লে, তাকে পিরীতে না ফেললে হয় কি ? বাপু বাছা, মা মাসী প্রভৃতি যাবতীয় সম্বোধন ক'রে যে কাষ একশ, বছরে বাগান, ষায় না, একটু নেওটাপানা দেখিয়ে, হ'ল বা কাপড়টা কুঁচিয়ে দিয়ে, হ'ল বা চুলটা আঁচড়ে দিয়ে, হ'ল বা ছুটো পান সেজে থাইয়ে—প্রাপ প্রেরসী—হৃদয় শশী—জলবাসি, এমনি ছ'চারটা ডাক দিয়ে—মনের চাবিটা একবার খুলে নিতে পারলে—সেই কাজ হুণ্টা খানেকের মধ্যে হাঁসিল ক'রে নেওয়া যেতে পারে। অনেক ভেবে চিন্তে প্রেমের অভিনয় সুরু ক'রে দেওয়া গেল। একটা মজা দেখলেম ভাই, নিজের জাতের মেয়েমানুষের চেয়ে, বেজাতের মেয়েমানুষকে শীগগীর লটকান যায়। আমি ত গোড়ার ঘেসতেই ভয় করেছিলাম, ভেবেছিলাম কি জানি বাবা, চৌটে ক'রে পাইঁড়ের উপর তুলবে—কি পাখনা নাড়া দিয়ে সমুদ্রের ভেতরই ফেলবে! কিন্তু দেখলেম তা নয়, অতি সহজেই বাগে এসে গেল।

প্রদোষ। তুমি কি তলোয়ারের কথা, ফুলের কথা, চাবির কথা, কিছু তুলে ছিলে নাকি ?

লহর। না; একেবারে আঁতের কথা ভাবতে আছে কি ? কাঁ ক'রে মতলব ধরে ফেলবে যে! ও জাত যেমন বোকা, আবার তেমনি সেয়না কিনা! আজকে সে কথা পাড়ব। পরীটারদের এখন এখানে আসবার কথা আছে। আর একটা তারি মজা হয়েছে, পরীরাঙ্গোর যে সেনাপতি—সত্যসংখ্য না কি তার নাম, সেটা ঐ কালা পরীটার উপর বেজার পড়ত। আমাদের প্রেমের কথা সে কতক কতক জানতে পেরেছে। বেচারী প্রাণের আঁটার ছটকট কচ্ছে, খালি বলে জোড়া বন্দুকের গুলিতে দুজনকেই খুন করবে।

সেটার মুখেই কেবল হাসা চাষা, ভীষ্ম একশেষ। খোঁজ খবর
নিরে জেনেছি, তলোয়ারটা তার কাছে থাকে। আর ফুল আর
চাবি—কাল পরী নিজের কাছেই রাখে। তুমি ভেব না, আজ-
কালের মধ্যেই আমি সব যোগাড় করে দিচ্ছি।

প্রবেশ। তুমি আমার কাণ কেটে ছেড়ে দিয়েছ ভাই !
আমি তোমার নেহাৎ ভাল মানুষটা বলে জানতেম, তুমি যখন
পরীকে পিরীতে ফেলতে পার,—কোন দিন মেনকা, উর্কশী,
রক্তাকে টান ধরাবে দেখছি।

লহর। রাজকুমার ! আমরা একটু তফাতে দাঁড়াই চল,
পরীরাজ্যের সে সেনাপতিটা এই দিকে আসছে। দূরে থেকে
রগড়টা দেখবে চল। [উভয়ের প্রস্থান।

(সত্যসুখার প্রবেশ ।)

সত্য। জোড়া বন্দুকের গুলি ! জোড়া বন্দুকের গুলি ! আজ
আর রক্ষা নাই, কাল পরী আজ ঝাল হবেই। আমার ছেড়ে
মানুষের সঙ্গে চুপি সাড়ে আসনাই চালাচ্ছে, জাতের কাঁথার
আঙুন দিই, কত দিব্ব দেলাসা গেলে বলেছিল, আমরা বই আর
জানেন না, শেষটা এই নাগাবাজী ! কেন বাবা পরা নিয়ে কি আর
চল্লোনা ! মানুষের থরা প্রেম এতটাই মিষ্টি লাগলো ! এইবার
বাবা মেরেমানুষ দেখব, আর জোড়া বন্দুকের গুলি দিয়ে আগা-
গোড়া নাক আর চুল ছাঁটতে শুরু করবো, কি নিয়ে বেটীরা পিরীত
করতে যায় আরি দেখে নেখ। ঐ যে কাল পরীটা এই দিকে
আসছে, বোধ হয় সেই মানুষটার সঙ্গে নিরিবিলি দেখা করবার
কথা আছে, একটু আড়ালে দাঁড়াই—জোড়া বন্দুকটা কিন্তু বাগিয়ে
ধরে রাখি। (অন্তরালে গমন ।)

(কালা পরীর প্রবেশ ।)

কা, পরী। আহা মানুষটি বেশ ! মানুষ যে এমন সুন্দর দেখতে হয়, মানুষের কণ্ঠস্বর এত মধুর হয়, মানুষের কথাবার্তার ভঙ্গী যে এত মনোহর হয়, তা'ত জাম্মে'ম না। নামটীও বড় মিষ্টি—লহর ! আমার প্রাণের লহর ! কে জানত এত সহজে মন আমার টলে যাবে, মানুষের দাসী হবার জন্তে প্রাণ এতটা লালসিত হবে, মানুষকে বুকে ধরবার জন্তে মত এত ব্যাকুল হবে।

সত্য। (পার্শ্ব হইতে) বটে ! মানুষের বুকই বুঝি জুড়বার জায়গা হ'ল ? আমি শালা এত দিন ধরে পায়ে পায়ে ঘুরে শেষটা ভেসে গেলুম। লাগাই এইবার জোড়া বন্দুক !—না—আর একটু দেখি। শেষ চোটটা কোথায় গিয়ে পড়ে দেখি।

কা, পরী। মানুষে যে ঐত যত্ন করতে জানে তা আমার ধারণা ছিল না। কত আদর, কত সোহাগ, কত বিনয়, কত অতুলন, কত রকম কি সব খাবার খাওয়ালে, তা'র তার যেন ঐখনও আমার মুখে লেগে রয়েছে। আহা ! বেশ মানুষ ! বেশ মানুষ ! প্রাণ দেবার উপযুক্ত !

সত্য। (একপাশে আসিয়া) না বাবা ! আর সহ্য হয় না। উড়ে এসে, জুড়ে বসল, সে মানুষটা হ'ল ; প্রাণ দেবার উপযুক্ত। আর আমি বেটা ঐতদিন বাহন হয়ে ঘুরে বেড়ালুম, আমার বেলায় লবডকা ! বেড়ে দিই জোড়া বন্দুক ! যা হবার হয়ে যাক। না—না—আর একটু দেখি।

কা, পরী। এইখানে আমার সঙ্গে দেখা ক'রবে বলেছিল, কই এখনও আসছে না কেন ? তবে কি আমার ভুলে গেল নাকি ? না—না—সে তেমন মানুষ নয় ! তার প্রাণ আছে, প্রাণে প্রেম

আছে, প্রেমে বিশ্বাস আছে। ওই যে আসছে! আঃ! নিশ্চিত
হলেম।

(লহরের প্রবেশ।)

লহর। এই যে পরীচাঁদ! তুমি এসেছ? আমি ত ভেবে-
ছিলেম তোমরা আসমানের জিনিষ, কথাবার্তাও তোমাদের
আসমানি স্বকম, এ অধমকে হয় ত মনেই নাই।

কা, পরী। ছি ছি, তুমি অমন কথা ব'ল না। আমি যে
মজ্জেন্দি, যেচে ধরা দিয়েছি, আমার কি আর উপায় আছে?

সত্য। (একপাশে আসিয়া) শালী ছিল একলা, হ'ল
দোকলা। তার ওপর চলছে পিরীতের মহলা। দিই এইবার
জোড়া বন্দুক ছেড়ে!—না, না, গড়ায় কতদূর দেখা যাক। আর
খানিকক্ষণ সামলে স্তম্ভে থাকি।

লহর। দেখ পরীচাঁদ! আমি ত তোমায় বলেছি, আমি সব
তাতেই রাজী আছি। কিন্তু পরীর সঙ্গে পিরীত করতে হ'লে,
পরীর ভাব আমাতে ত খানিকটা আসা চাই। যদি তোমা
যাত্রমুন্দের জিনিষ ক'টা আমাকে দাও, তা হ'লে সাহস ক'রে একায়ে
লাগতে পারি, নইলে বাবা কোনদিন পিঠে চড়ে উড়াবে, হয় ত
তাল ঠিক রাখতে পারব না, আসমান থেকে গড়িয়ে, মাটিতে পড়ে
হাড়গোড় গুলো চুরমার হয়ে যাবে।

কা, পরী। তুমি ভাবছ কেন; তোমায় সব দেব। তলো-
য়ারখানা সেই সেনাপতি মূর্খপোড়ার কাছে আছে, সেটা আজ
রাত্রে যখন ঘুমিয়ে থাকবে, চুপি চুপি চুরি ক'রে একে নিজের
কাছে রেখে দেব। আর ফুল, চাবি, সে ত আমার ঘরেই আছে!
কালি এমন সময় তলোয়ার, ফুল, চাবি তুমি পাবেই পাবে। বল,

তারপর তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, আমার চোখ ছাড়া হবে না, আমার কখনও পারে ঠেলবে না ?

লহর। তোমার পারে ঠেললে যে খোঁড়া হয়ে যাব, পরীচাঁদ !
আচ্ছা আমার নিরে তুমি কি করবে ? মাগ্নর ত একটা জন্ত বলেই হয়, তোমার সঙ্গে থেকে কি খেয়ে প্রাণ ধারণ করব ! চাঁদের সুধার, আর তারার ডাঁলায় ত আমার পেট ভরবে না ।

কা, পরী। না না, তোমার ওসব খেতে হবে না । তুমি সেই গোল গোল, শক্ত শক্ত, মিষ্টি মিষ্টি যে সব জিনিস খাও, তাই থাকবে । আমারও কদিন খাইয়েছ, তা'র মধুর তার এখনও আমি ভুলতে পাচ্ছি না ।

লহর। তবু বাবা এখনও রুই মাছের মুড়ো খাওয়াইনি, টিকলির পোলাও খাওয়াইনি, রসগোল্লায় চাটনি খাওয়াইনি । এ সব খেলে তখন কি আর পরীচাঁদ বলে থাকতে চাইবে ? তার ওপর পৌষ মাসের দারুণ শীতে যদি লেপমুড়ি দিয়ে শোও, তা'হলে আর কখনও আসমানে উড়তে চাইবে না, পরীচাঁদ !

কা, পরী। আমার তুমি যেমন ক'রে রাখবে, আমি হাসি মুখে থাকবো, কিছু খেতে পাই না পাই তাতে আমার কোন ক্ষতি নাই ।

লহর। না বাবা ! অনাহারে প্রেম চালাতে আমি রাজী নই । তাহলে বাঁচাবো কদিন বল ? ভালও বাসতে হবে, অথচ পেট পুরে খেতেও হবে, সেই হ'ল আসল আসনাই ।

কা, পরী। তোমার বা .খুসী তাই ক'র, আমার রাখ আর মার আমি তোমারই । সব ছাড়তে পারি, কিন্তু আমি তোমারই ।

(গীত ।)

প্রাণের নিধি তুমি আমার বুকের মাঝে থাক ।

চুপি চুপি দেখব তোমায়, দেখতে দেব না'ক ॥

তুমি আমার নয়ন তারা,

পলকে হই আপন হারা,

চরণ তলে রাখ ফেলে, আদর করে ডাক ।

প্রেমের আলো জ্বালিয়ে তুলে,

মুখে মুখে থাকব ভুলে,

তুমি আমার আমি তোমার, বুকে লিখে রাখ ॥

লহর । তা'হলে পরীচাঁদ, এখন আমি চল্লম । পৌটলা
পুটলী বোচকা বুচকী যা কিছু আছে, কাল সব নিয়ে আসব ।
তারপর তালগাছের উপরেই শোওয়াও আর শিমুলগাছের ডাল
ধরেই ঝোলাও, সব তা'তেই রাজী আছি । কিন্তু সাক বলে দিচ্ছি,
তলওয়ার, ফুল, চাবি, এ আমার কাল চাই । নইলে বাবা, আদি
যেখানকার মানুষ সেইখানেই থাকব ।

ফা, পরী । তলওয়ার, ফুল, চাবি, কাল তুমি পাবে—পাবে—
পাবে ।

লহর । বেঁচে থাক পরীচাঁদ ! জন্ম জন্ম এরোত্তরী হও ।
তোমার মাথার সিঁদুর পরিবে, হাতে নোয়া দিয়ে, তা অক্ষয় ক'রে
তবে ছাড়বো । এখন তবে বিদেয় হই ?—রাম—রাম !

[লহরের প্রস্থান ।

(অপর দিক দিয়া সত্যসখার প্রবেশ ।)

সত্য । সামলা—সামলা—ওরে শালী বেইমান—সামলা ।

এই জোড়া বন্ধুকের গুলি তোর খুলি তেগে ছাড়লুম বলে।
হায়! হায়! হায়! কত আঁতড়া দিয়ে, কত মাটি খুঁড়ে,
কত সার মাথিয়ে, কত জল ঢেলে, আগাছায় ফুল কোটালুম,
শেষটা শুবরে পোকা এসে মধুটুকু খেয়ে গেল বাবা! আমার
ছেড়ে মানুষের প্রেমে মজতে গেলি কি দেখে বল দেখি?
আমার কোন খানটার কিসের অভাব নজর করি? আমার
মতন বাঁশী বাজাতে জানে কোন শালা? বেহালার ছড়ি টানতে
জানে কোন ওস্তাদ? ঢোলকে বুলি বার করতে পারে কোন
বাজিয়ে? তার ওপর চেহারার ত কথাই নাই। আমার অন্ন-
প্রাশনের সময় দেবরাজ ইন্দ্র নেমন্তনে এসে, আমার রূপ দেখে
মোহিত হয়ে আমার পুষ্যপুত্রুর নিতে চেয়ে ছিল। এমন
একটা সবলুট চিজ্ হাঙে পেয়ে, তার মর্যাদা বুঝলিনি
বাবা? ওই চোখ কাকে ঠেকাবে, মুখে পোকা পড়বে,
বুকের ওপর পূজ জমবে, দেখবো বাবা হুঃসময়ে এসে কে সেবা
করে?

কা, পরী। যা যা, আমার এখন মন ভাল নাই, আর
এক সময় এসে দেখা করিস।

সত্য। মন যে এখন মুছে গেছে বাবা, ভাল থাকবে
কোথা থেকে? দোমড়ান বাঁশী কি আর বাজে? তলওয়ার
দেবে?—ফুল দেবে?—চাবি দেবে? হুন্টা খানেকের ভেতর
পিরীত যদি এতটা এগিয়ে গিয়ে থাকে, বছর কিরলে বোধ হয়
কেবল তোর নাকটা খুঁজে পায় না।

কা, পরী। বেরো বলছি এখান থেকে, তোর গজগজানি
আমায় আর ভাল লাগে না।

সত্য। তা ত লাগবে না ! আগে এই গজ্জগানি কোকিল
ঝঙ্কারের চেয়েও মধুর লাগতো, এখন হাঁড়িচাঁচার ডাক বলে
কাণে বাজছে। আমার দোষ নাই, অনেক সহ্য করেছি—এই
দেখু জোড়া বন্দুক, জোড়া গুলি বেরুলো বলে !—না—থাক্। মরে
গেলেই ত ফুরিয়ে গেল। যখন হৃদশায় শিয়াল কুকুর কাঁদবে,
পাখনা ঝরে গিয়ে যখন বেঙাচির ভাব ধারণ করবে, তখনকার
মজাটা একবার দেখতে হবে। মনে কচ্ছো মানুষের সঙ্গে প্রেম
ক'রে স্থখী হবে ? আগুন ধু ধু জ্বালিয়ে দেব বাবা, তোমার
একুলও যাবে ও কুলও যাবে। শেষটা অর্ধরে কাঁদতে হবে।
ভবে চাঁদ ! গোলাম এখন সেলাম বাজিয়ে বিদায় হচ্ছে। দিন
কতক আর সাড়া শব্দ পাচ্ছো না। ঠিক সময়ে এসে দেখা
দেব। জোড়া বন্দুক সেই দিনকার জন্যে তোলা রইলো।

(গীত।)

বাজিয়ে সেলাম, চলো গোলাম, পিরীত তোমার মাথায় থাক ।
ভালবাসার মুখেতে ছাই, আশার বাসা চুলোয় থাক ॥

এত কিসের জারি জুরি,

ভাঙ্গব লো তোর ভারি ভুরি,

আসমানেতে ঘর বানান, পুড়ে তোমার হবে থাক ।

শুকুবে না চেখের পানি,

চাঁদবদনি, ভাল জানি,

ছুনিয়া টুড়ে দেখ ঘুরে, বুঝে এস বাজার ডাক ॥

[সত্যসখার প্রস্থান ।

কা, পরী। সব যাক, সব আশা ছাই হোক, আমি কারকে
চাই নি—মানুষ—মানুষ ! লহর—লহর ! অতি সুন্দর ! অতি
মনোহর ! প্রাণ মাতিয়ে দেয়, মন গলিয়ে দেয়, বুক ভরিয়ে দেয় ।
[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বনের অপর পার্শ্ব ।

(লাল পরীর প্রবেশ ।)

(গীত ।)

ভারি মজা হয়েছে, ভারি মজা হয়েছে ।

মানুষ দেখে, কালী পরী মজে গিয়েছে ॥

(নীল পরীর প্রবেশ ও গীত ।)

হা হতাশে হচ্ছে সারা, বুক বেয়ে তার বইছে ধারা,

ধরম্, করম্, সরম্, ভরম্ গুলে খেয়েছে ।

(সবুজ পরীর প্রবেশ ও গীত ।)

নতুনটা এর কিছুই নয়, পিরীত হলেই ভাসতে হয়,

পড়লে ফেরে, মনের জোরে কেউ কি থেকেছে ॥

সকলে—সবাই ঠকেছে, আহা সবাই ঠকেছে ।

হাতে তুলে নিজের গাঙ্গে কালি মেখেছে ॥

(প্রদোষ ও অহরের প্রবেশ ।)

প্রদোষ । এই যে, লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী তোমরা
এখানে ? ভগবানের আশীর্বাদে, তোমাদের শুভ ইচ্ছার, কোথ

হয় এইবার আমার কৃতকার্য হ'বার সময় এসেছে। মায়া তর-
বারি, মায়া ফুল, মায়া চাবি আজই হস্তগত হবার সম্ভাবনা। যত-
ক্ষণ না রাজকুমারীর নিদ্রাভঙ্গ করতে পাচ্ছি, ততক্ষণ নিশ্চিত হ'তে
পাচ্ছি না। ইনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, এ'র মুখেই সকল বিব-
রণ তোমরা অবগত হবে।

লা, পরী। আমাদের আর শোনাতে কি? আমরা সবই
জানি। কতদূর এগিয়েছে, কি হ'ল না হ'ল, তোমার বন্ধু কি
কচ্ছেন না কচ্ছেন, সব কথাই আমরা আগে থাকতে জানি।

নী, পরী। রাজকুমার! তোমার বন্ধুটা একটা রত্ন বটে!
মানুষ হ'য়ে পরীকে প্রেমে ফেলা, বড় সোজা বাহাদুরীর কাণ্ড নয়!

স, পরী। তোমার বন্ধুটির ভাগ্যি ভাগ! এইবার খালি হাঁসে
চড়ে উড়ে বেড়াবেন, পারিজাতের মালা পরবেন, আর চাঁদের
সুধা কোঁৎ কোঁৎ ক'রে গিলবেন।

প্রদোষ। তোমাদের এতটা আশ্বিনোষের কোন কারণ নাই!
বন্ধুটা আমার খুব লায়েক! তোমরা যদি রাজি হও, তোমাদেরও
সঙ্গতি করতে ইনি প্রস্তুত আছেন। কালা পরী হয়েছেন
প্রাণেশ্বরী, লাল পরী হবেন মুখেশ্বরী, নীল পরী হবেন ঠোঁটেশ্বরী,
আর সবুজ পরী হবেন বুদ্ধেশ্বরী!

লহর। না বাবা, জানটাকে এমন ক'রে হেলায় হেনস্তার লুটিয়ে
দিতে রাজি নই! এক জোড়া পাখনার চোটেই কি হয় দেখ,
তার ওপর চার জোড়া পাখনা এক হলে, কেবল ত ঘুরপাকই খেতে
থাকবে, পিরীত করবে কখন?

লা, পরী। না, না, তুমি একটা নিষেই মুখে থাক! আমরা
আর তোমার ওপর জুলুম করব না।

নী, পরী। ওগো, তুমি জমনি বেঁচে থাক।

স, পরী। বলি, পরী নিয়ে সামান দিতে পারবে ত? শেষটা যেন কেলেঙ্কারী ক'রে ফেল না।

লহর। উপসংহারে কি দাঁড়ায় বলতে পারি নি, কিন্তু আমিও এক হাত লড়ব, সোজায় ছাড়ছি নি।

প্রদোষ। ওহে লহর, পরীরাজ্যের সেই সেনাপতিটা এইদিকে আসছে। বোধ হয় তোমাকেই খুঁজছে। বেচারী প্রাণে বড় দাগা পেয়েছে। কাঁটার কাঁটা তোলবার জন্তে তোমার কাছে সাহায্য চাইবে বোধ হয়।

লা, পরী। আমরা এখন সরে পড়ি। আমাদের দেখলেই বুঝবে এ সবার ভেতর আমরা আছি।

নী, পরী। দেখ লহর কুমার, ওর হা হতাশ দেখে যেন ভুলে যেও না।

স, পরী। সে আক্কেল তোমার আর দিতে হবে না, কাল। পরী ওঁকে মসৃণল ক'রে ছেড়েছে। রাজকুমারের একটা হিল্লো হ'লে, আমরা নিখাস ফেলে বাঁচি।

লা, পরী। আমরা তবে এখন আসি।

[পরীজয়ের গ্রহান।

প্রদোষ। কি হে, আমি যাব, না থাকিব?

লহর। একটু থেকেই যাও না। ভাবের ঢেউ কি ভাবে ওংলায়, থানিকটা দেখই না।

(সত্যসথার প্রবেশ।)

সত্য। ভয় নাই! ভয় নাই!—পালিওনা, পালিওনা! জোড়া

বন্দুক—মারব না, জোড়া বন্দুক—মারব না ! এখন হাতে তোমাদের বন্ধু, তোমাদের ভালর জন্তে এসেছি ।

লহর । কে ও সেনাপতি মহাশয়, ভাল আছেন ত ?

সত্য । ভাল আছি কি মন্দ আছি, তুমি ত খুব ভাল জান মাঝি ! বুকের ওপর ঢেঁকি চালাচ্চ, আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছে ভাল আছি কি না ! তা বাবা, তোমার দোষ আমি দিই না, মেয়ে-মানুষ না নিজে বিগড়ালে, কার সাধ্য তাকে খারাপ করে ! সে শালী পড়লো আছড়ে, পিছড়ে, তোমার পিরীতে, তোমার অপরাধ কোনখানটার বল ?

প্রদোষ । সেনাপতি মহাশয়, আপনার কি বিশ্বাস আমার বন্ধুটা কালা পরীকে খুব ভালবাসে ?

সত্য । এ কথার উত্তর ত তুমি নিজেই দিতে পার । এমন জ্ঞান মন্দ কখন কি কারকে ভালবাসে না ? নিজের বুকে হাত রেখে বল না মাঝি ! যে যাকে ভালবাসে, তার মনের বিশ্বাস, পৃথিবীপুঙ্খ লোক তাঁর ভালবাসার জিনিষকে ভালবাসে । আমার কালা পরীর জন্তে প্রাণ যায়, কাষেই আমার মনে হয়, স্বয়ং দেব-রাজ ইন্দ্র পর্যন্ত তার জন্তে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে বসে আছেন ।

প্রদোষ । আপনার ধারণা ঠিক নয় । আমরা মানুষ, পরী নিরে কি আমরা পেয়ে উঠতে পারি । আমার বন্ধুটা কোন কার্যোদ্ধারের জন্ত কালা পরী সঙ্গে প্রেমের অভিনয় কচ্ছেন ।

সত্য । এ্যা !—সত্যি নাকি ! প্রেমের অভিনয় কচ্ছেন—প্রেমের অভিনয় কচ্ছেন ? তা বাবা চটপট ব্যবনিকা খানা ফেলে দাওনা, আমিও জুড়ুই, তোমরাও জুড়োও ।

লহর। কালা পরীর কাছ থেকে কোন কোন জিনিষ সংগ্রহ করবার জন্তে, আমরা তার আনুগত্য স্বীকার করেছি, আপনি কি তা জানেন না ?

সত্য। সব জানি গো, সব জানি। তোমাকেও জানি, ঐ প্রেমিক রাজকুমারকেও জানি, চন্দ্রধ্বজ রাজার মেয়ে মায়াবতীকেও জানি। কালা পরীর অভিশাপে তিনি একশ বছরের মত গা ঢেলে দিয়েছেন, তাও জানি। লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরীর পরামর্শে, কালা পরীর ষাটবিদ্যার প্রধান অস্ত্র তলোয়ার, ফুল, চাবি, তোমরা সংগ্রহ ক'রে রাজকুমারীর ঘুম ভাঙাতে যাবে, এ কথাও জানি। কিন্তু বাবা মার থেকে এ অভাগাকে গৃহ শূন্য করবার মতলব করেছ কেন বল দেখি ?

প্রদোষ। যে মুহুর্তে আমরা তরবারি, ফুল, চাবি হস্তগত করব, সেই দণ্ডে আমার বন্ধু তোমার কালা পরীকে ভয়ী বলে সম্বোধন ক'রবে।

লহর। তা'তেও যদি সেনাপতি মহাশয়ের বিশ্বাস না হয়, তার চেয়ে ওপর কোটার যেতে রাজি আছি।

সত্য। তোমরা লোক ভাল—তোমরা লোক ভাল ! আমার বা আছে সর্বস্ব তোমাদের দিতে রাজি আছি। কেবল জোড়া বন্ধুক হাত ছাড়া ক'রতে পারব না। যে শালীকে এরই গুলিতে খুন করবেই করবো। যে মায়া তরবারি খুঁজ'ছ তা আমার কাছেই আছে। তোমার দিচ্ছি—এই নাও। (মায়া তরবারি প্রদান) এই তরবারির সাহায্যে তুমি সেই রাজপ্রাসাদ বেষ্টিত ভীষণ অরণ্য ভেদ করে অনায়াসেই অগ্রসর হ'তে পারবে। বাঘ, ভালুক, সিংহী তোমার কিছুই ক'রতে পারবে না ! মায়া ফুল ও চাবী, কালা পরী শালী

এখনি তোমার কাছে নিয়ে আসবে। তারপর রৈ রৈ ক'রে রাজ-
কুমারীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হও ! রাজকুমার যেই তার অঙ্গ-
স্পর্শ ক'রে নাম ধরে ডাকবে, তখনই চেতনা হবে। কিন্তু বাবা, আমি
আড়াল থেকে শু'নব, তুমি ভয়ী বলে সন্ধান কর কি না। যদি
আমার সঙ্গে দাগাবাজী কর, তা হলে এই জোড়া বন্দুকের গুলি—
বাস, আর দেখতে হবে না।

লহর। সে বিষয় আপনি নিশ্চিত থাকুন। দাগাবাজীর স্রোত
আপনাদের পরীরাজ্যে বতটা প্রবাহিত হয়, আমাদের মাহুঘের
ভেতর তার চেয়ে ঢের কম। বুঝতে পাচ্ছেন না, আমরা যে
এখনও উড়তে শিখি নি।

প্রদোষ। সেনাপতি মহাশয়, আপনি একটু অন্তরালে
দাঁড়ান, ঐ দেখুন কালা পরী আসছে। হাতে ফুল আর চাবি
রয়েছে। জগদীশ্বর বোধহয় মুখ তুলে চেয়েছেন, কার্য্যসিদ্ধির
আর বিলম্ব নাই।

সত্য। ওঃ শালী নদর গদর ক'রতে ক'রতে নাগরের জন্তে
ফুল আর চাবি নিয়ে আসছে। দ্বিই জোড়া বন্দুকের গুলি বেড়ে,
যা হবার হয়ে থাক্।

প্রদোষ। না—না, সব দিক বেপালট ক'রবেন না।
তাতে আপনারও ক্ষতি, আমারও ক্ষতি।

সত্য। আচ্ছা তবে থাক্—আজকের দিনটা থাক্। তবে
আমি একটু আড়ালে দাঁড়াই। দেখুন বাবা, আবার বলছি দাগাবাজী
ক'র না। তাহলে এই জোড়া বন্দুকের গুলি। (অন্তরালে গমন)

লহর। রাজকুমার, তুমি যা' বল, বুঝি ঠিক ! পিরীতে পড়লে
শেখতা মাহুঘ, পরা পরী সব এক হয়ে যায়।

প্রদোষ। এর আর নতুন কি বল! সৃষ্টির প্রথম থেকেই এই ভাব চলে আসছে। দেখ, তলোয়ারটা লুকিয়ে ফেল, কালা পরী না দেখতে পায়।

(কালা পরীর প্রবেশ।)

লহর। এই যে পরীচাঁদ এয়েছ? আমরা ত হতাশ হ'য়ে পড়েছিলাম, মনে করলাম তুমি বুঝি আর এলে না।

* কা, পরী। তা কি পারি! প্রাণ পড়ে রয়েছে তোমার কাছে। এই নাও ফুল, আর এই নাও চাবি; তলোয়ার এখনও যোগাড় করতে পারি নি, আজ কালের মধ্যেই এনে দেব। এই বার বল তুমি আমার হবে!

লহর। সে কথা পরে হচ্ছে! আমার এই বন্ধুটির প্রতি একটু নজর ক'রে দেখ দেখি! একে বেশী পছন্দ হয়, না আমার পছন্দ হয়?

কা, পরী। এ সব কি কথা? আমি তোমার ভালবাসি, তোমায় চাই। তোমায় প্রাণ দিয়েছি, তোমার পায়ের দাগী হয়েছে।

প্রদোষ। তা বটে; কিন্তু আমি যে তোমাতে মজে গেছি, একটু আড়নয়ন মেরে দেখ না, আমার চেহারাটাও নেহাৎ কেমন নয়! আরও কি জান, আমরা দুই বন্ধুতে এক প্রাণ। ও কা পার, আমার অর্ধেক দেয়, আমি যা পাই, ওকে অর্ধেক দিই। এক কাব করা যাক এস! দুজনে আমরা ভাগাভাগী ক'রে তোমার সঙ্গে প্রেম করি। আজ কালের বাজারে ওটা খুব চলন হয়েছে।

. কা, পরী। হি! হি! কে তুমি? এ সব কথা মুখে আনতে

‘তোমার লজ্জা হচ্ছে না? তুমি কি জান না—প্রাণ ভাগ ক’রে দেবার জিনিস নয়।

লহর। বাক বাক, ওসব কথা থাক! দেখ পরীচাঁদ! আমাদের জন্তে যখন এতটা করেছে, তখন আমি তোমার হবই, কিন্তু একটা কথা আছে। ‘ডানা জোড়াটি তোমার কেটে ফেলতে বে—কি জানি বাবা, ফন্ ক’রে কোন দিন উড়ে যাবে! শেষটা আমার বুক চাপড়ে মরতে হবে।

কা, পরী। তোমায় যে আজ নতুন মাহুষ দেখছি। তোমার মুখে যে আজ নতুন কথা শুন্চি। তোমার চোখে যে আজ নতুন ভাবের বিকাশ দেখছি! চাতুরী! চাতুরী!—ঘোরতর চাতুরী! আমার বাহুবিল্লের অস্ত্র হস্তগত ক’রে, আমার নিঃসম্বল ক’রে, আমার সমস্ত বল কেড়ে নিয়ে, এখন আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার! যদি মঙ্গল চাও, আমার সঙ্গে চলে এস; নইলে এই মুহূর্তে তোমার সর্বনাশ করব; তোমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত পৃথিবী হ’তে লুপ্ত হবে।

লহর। ‘তাই ত পরীচাঁদ একেবারে যে মূদারায় চড়ে উঠলে। তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না; আর তোমার কোন ক্ষমতাই নাই। এই দেখ—সেই মারা তরবারি! আর তোমার ‘অনুগ্রহে’ মারা ফুল, মারা চাষি আমাদের অধিকারে এসেছে। আমাদের মন্দ করবার আর তোমার শক্তি কি? তুমি একজনকে ঠকিয়ে আমার সঙ্গে প্রেম ক’রতে এসেছ, আবার আমারি বুক খেল দিয়ে, আর একজনের সঙ্গে প্রেম করবে? তোমায় বিশ্বাস কি চাঁদ? শোন বাবা, যে বেখানে আছ আমি ডাক করুয়ে বসছি, আজ থেকে কাল পরী আমার জয়ী—আমার জয়ী।

চলে এস রাজকুমার, আর আমাদের এখানে থাকবার প্রয়োজন নাই।

প্রদোষ। কেমন ঠকন্ ঠকলে পরীচাঁদ ? আমার মতলব শুনে ভাগাভাগী ক'রে প্রেম করতে রাজি হ'লে, তোমার সব দিক বেত না।

[প্রদোষ ও লহরের প্রস্থান।]

কা, পরী। কি হ'ল ! কেন এমন হ'ল ? কি দোষে আমার এ সর্বনাশ হ'ল ? আমার শক্তি গেল, সুখল গেল, প্রাণ গেল, প্রেম গেল ! আর কি নিরে বাঁচব ? কি নিরে থাকবো ?

(সত্যসখার প্রবেশ।)

সত্য। কেমন বাবা ! আমার ছেড়ে প্রেম করতে গেছলে, তার ফল হাতে হাতে পেয়েছ ? বড় যে পিরীতের অশদ্ গাছ খাড়া ক'রে তুলেছিলে, কেমন গোড়ায় কুড়ুল পড়েছে ! কচুরী, জিলিপি, পান্ডুরা খেয়ে মুখের তার খারাপ হ'য়ে গেছেনা—না ? এইবার ময়রার দোকানে দোকানে ঘোর, আর কেউ সোহাগ ক'রে, ঠোঁড়া ভরে এনে মুখের সামনে ধরছে না সোণারচাঁদ ! আর কি, সব দিকে ত ইন্তফা পড়েছে, এইবার চুপ ক'রে দাড়া ! আমি জোড়া বন্দুক বার করি।

কা, পরী। মার, মার, দোহাই তোমার আজই আমার সব শেষ ক'রে দাও ! বাঁচবার সীধ আমার আর একটুও নাই।

সত্য। তাই ঠিক ! প্রেমের আবেগে এখনও যে ডগ মগ দেখছি ! মাহুয়াটা পায়ে ঠেলে ভরী বলে নিজের কাজ বাগিয়ে

চলে গেল। তবু তার জন্তে এখনও ছট্‌ফট্‌ কচ্ছিস; তোর এখন আরও হৃদশা আছে। চরকার স্ততো কাটতে হবে, চট্ট সেলাই করতে হবে, গোলাঝাড়ুমীর সর্দারগী হ'তে হবে, এখন তোর হয়েছে কি ?

কা, পরী। আমার ক্ষমা কর—আমার ক্ষমা কর, তোমার কাছে আমি অনেক দোষের দোষী ! তোমার অনেক কষ্ট দিয়েছি, সব ভুলে যাও, আবার আমার পায়ে হান দাও। (ক্রন্দন)

সত্য। ওরে কাঁদিসনি, কাঁদিসনি ! তোর চখে জল দেখে আবার আমি সব ভুলে যাচ্ছি ! আচ্ছা এবারটা তোকে ক্ষমা খেদা করে নিলুম, কিন্তু বাবা, আবার যদি কখন দাগাবাজী কর, তা হলে এই জোড়া কদুকের গুলি !

(সত্যসখা ও কালা পরীর গীত।)

সত্য।—নতুন পিরীত শুন্তে জ্বর, সুখের বেলায় কেবল ছাই।

দু'দিন বটে মজায় কাটে, শেষের দিকে কিছুই নাই ॥

কা, প।—নাকে কাণে দিচ্ছি খৎ, প্রেমের পায়ে দণ্ডবৎ,

বারে নিয়ে ঘর করেছি, মনের মতন আমার তাই,

চোক ফুটেছে ঘুম ভেঙ্গেছে, আর কি আমি নতুন চাই।

সত্য।—দেখো চাঁদ সামলে থেক, বললে বা তা মনে রেখ।

দুনিয়াখানা বেজায় বাঁকা, দেখে শুনে বুঝলে তাই ॥

উভয়ে।—বকম ছেড়ে, নরম হয়ে, ঘরে চলে যাই ॥

(লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী ও অশ্রুপরি পরীগণের
প্রবেশ ও গীত ।)

সেলাম সেলাম কালাপরী, বালাই নিয়ে তোমার মরি,
খুঁজে দেখি, পারি, হারি, তোমার জোড়া পাই,
(যদি) তোমার জোড়া পাই ।
পায়ের ধুলোর নাড়ু করে মনের সাথে খাই,
(আমরা) মনের সাথে খাই ॥

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

গভীর অরণ্য ।

(ব্যাঘ্র, ভল্লুক ইত্যাদি বিচরণ করিতেছে ।)

(শূন্তে সঙ্গীত ।)

প্রেমিক হলে প্রেমের বলে সকল কাষে জয় ।
আশার হুসার হবেই যে তার কি ছার মিছার ভয় ॥
যেখানেতে ছুঁচ না চলে,
বেটে সেথায় সোজায় গলে,
বিধির বিধান উল্টে ফেলে, মনের মতন আপনি হয় ॥
নাগর জলে ভেলা চলে, মধুর মলয় মৃদুল বয় ॥

(প্রদোষ ও লহরের প্রবেশ ।)

প্রদোষ । 'মধুর সঙ্গীত ! প্রাণ যেন উধাও হয়ে শূন্যপথে ছুটে চলেছে । কালের কি বিচিত্র গতি ! রাজা চন্দ্রধ্বজের সেই সুরম্য উদ্যান কি ভীষণ কণ্টকপূর্ণ অরণ্যানীতে পরিণত হয়েছে । যথায় সুকুমারসৌন্দর্য্যরূপিণী রমণীগণ পরমানন্দে পরিভ্রমণ ক'রত, আজ তথায় নরশোণিত লোণুপ হিংস্র পশুগণ অবাধে বিচরণ কচ্ছে ! যদিও 'আমরা দৈববলে বলীয়ান হ'য়ে এই অরণ্যপ্রদেশে প্রবেশ করেছি, তবু কিসের একটা আতঙ্ক যেন সমস্ত দেহটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ! ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, অতৃপ্তি অন্তরের ওপর যেন আধিপত্য স্থাপন করেছে । কোথায় যাচ্ছি, কি ক'রব, কি হবে কিছুই বুঝতে পারি নি ।

লহর । দেখ ভাই, তোমার ও কবিত্বপূর্ণভাষার স্বাক্ষর এখন একটু খোঁ কর । ভাবুকতার পরিচয় দেবার ঢের সময় আছে, এখন এগিয়ে চল, তরোয়াল থানা বাগিয়ে ধর । প্রেমিক তরুণ আলিঙ্গন দেবার জন্ত এগিয়ে আসছেন, রসরাজ পণ্ডরাজ সোহাগ করে মুখ ব্যাদান করছেন । নিরীহ ব্যাঘ্র মহোদয় "আহংসা পরমোধর্ম্মঃ" শিক্ষা দেবার জন্তে, একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন । একটু এদিক ওদিক হলেই এইখানেই ইতিবৃত্ত শেষ ক'রতে হবে । রাজকুমারীরও ঘুম ভাঙবেনা, তোমারও আইবুড়ো নাম ঘুচবে না । ওহে বেজায় গজ্ঞান, বিকট আওয়াজ, তলোয়ারখানা খাপ থেকে খোল ।

প্রদোষ । (ভরবারি খুলিয়া) কোন চিন্তা নাই, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে এস । কি আশ্চর্য্য ! যারা ভরবারির কি অদ্ভুত প্রভাব ! হিংস্র পশুর দল ভয়চকিত হয়ে পশ্চাদ পদ হেঁচ ! ঐ

দেখ, একে একে পলারন কচ্ছে। শোন, শোন ! আবার শূন্নে
মধুর সঙ্গীত আবার শোনা যাচ্ছে।

(শূন্নে সঙ্গীত ।)

যেখানেতে ছুঁচ না চলে, বেটে সেথায় সোজার গলে,
বিধির বিধান উলটে ফেলে, মনের মতন আপনি হয়।

সাগর জলে তেলা চলে, মধুর মলয় মৃদুল বয় ॥

লহর। পান শোনবার ঢের সময় পাবে, চল, এগিয়ে চল !

প্রদোষ। বাই কি করে ? কাঁটাবনে বে পথ আচ্ছাদিত করে
রেখেছে।

লহর। তার জন্ত ভাবনা কি, মারা ফুলটা এক একবার
হোঁরাতে আরম্ভ কর, এখনি কাঁটাবন অদৃশ্য হয়ে যাবে।
তবকে তবকে গোলাপ ফুল ফুটে উঠে সৌগন্ধে মাত করে দেবে।

প্রদোষ। ঠিক বলেছ, তাই করা যাক ! (ফারা ফুল স্পর্শ
করাইবামাত্র সমস্ত কণ্টকবন সুরম্য উদ্যানে পরিণত হওন ।)

লহর। বাহবা কালা পরী ! বেঁচে থাক চাঁদ, অনেক কাল
তোমার মনে থাকবে। তার সঙ্গে ব্যবহারটা বড় ভাল হয়নি, মনে
মনে কত অভিশাপই দিচ্ছে।

প্রদোষ। হাত ছাড়া করবার দরকার কি ? তুমিও
একটু শনৈক নজর করলেই কালা পরী এখনি এসে তোমার
পায়ের নুটিয়ে পড়ে।

লহর। না ভাই, পরীর সঙ্গে পিরীত করতে গিয়ে শেষটা
পাখুনা গজিরে উঠবে, আরেক করে চিং হয়ে শুতে পাব না।
চল, এইবার রাজকুমারীর বা হর একটা গতি কর। নাও—

আর একবার ফুলটা ছোঁয়াও, এই দিককার কাঁটাবনটা সরে
গিয়ে, রাজকুমার সরটা বেরিয়ে পড়ুক।

প্রদোষ। ঠিক বলেছ, শুভকার্যে বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

(ফুল ছোঁওয়াইবা মাত্র পটপরিবর্তিত হওন, নিদ্রিত রাজা

চক্ষুশূন্য ও নিদ্রিত রাজপুত্রগণের প্রকাশ হওন।)

লহর। রাজকুমার! আমরা যে অবস্থার দেখে গেছলুম,
সকলেই ঠিক সেই অবস্থার ঘুমুচ্ছে দেখ। যাও, এইবার দুর্গা
বলে, রাজকুমারীকে হুঁরে ফেল দিকি, উনি গা ঝাড়া দিয়ে
উঠুন। তুমি ঠাণ্ডা হও, আমি ঠাণ্ডা হই, দুনিয়া ঠাণ্ডা হোক।

প্রদোষ। আহা কি মনোহর রূপ! কি সুন্দর মুখচ্ছবি, কি
অপরূপ লাবণ্য, প্রাণ ভরে গেল! প্রাণ উৎসর্গ করে বন্ধন
পর্যন্ত এই উপযুক্ত পাজী—মারাবতি—মারাবতি! (স্পর্শ মাত্রেই
মারাবতীর চৈতন্য হওন।)

মারা। এঁকি! আমি কোথায়? এ যে আমাদেরই সেই
উত্তান দেখছি! মনে হচ্ছে যেন কতকাল অচেতন হয়ে
পড়ে ছিলাম।

প্রদোষ। রাজকুমারি! তোমার স্মরণ হয় কি, কালা
পরীর অভিশাপে তুমি নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলে? শত বৎসরের
মধ্যে তোমার নিজাভঙ্গ হবে না, এইরূপ শাপপ্রসূত হয়েছিলে?

মারা। হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে। সে দিনের ঘটনা মৃত্যুর
দিন পর্যন্ত আমার স্মরণ থাকবে। কিন্তু রাজকুমার, আমি
যদি জানতেম, তুমি এসে আমার ঘুম ভাঙ্গাবে, তা হলে, সহস্র
বৎসর অচেতন থাকলেও আমার কোন দুঃখ ছিল না।

কেয়া মজেন্দার !

(গীত ।)

এস হে হৃদয়ে এস হৃদয় রতন ।
জীবনে মরণে আগে তোমারি আসন ॥
সরমে মরম ব্যথা, কহিতে বাজিত ব্যথা,
অরুণ কিরণে ভাতে নবীন জীবন ।
ফুটিল ঘুটিল আজি মোহ আবরণ ॥

লহর। রাজকুমার ! তুমি একটা রীতিমত প্রেমিক বটে ।
অল্পকালের মধ্যেই বেশ জমাটা করে নিয়েছ । আমারও এক
খানা গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে । কিন্তু কি ক'রব, ভগবান
গলা দেন নি, মনের ক্ষোভ মনেই রহিল ।

চন্দ্র । (নিজাতকের পর) কি চমৎকার স্বপ্নই দেখছিলাম !
এ স্বপ্ন যদি সত্য হয়, আমি এই দণ্ডে মরতে প্রস্তুত আছি !
এই যে প্রদোষ ! এই যে মারাবতী ! জয় জগদীশ্বর ! তোমার
রূপার কালা পরীর অভিষাপ এত দিনে মোচন হ'ল ! আমার
পরম সৌভাগ্য, প্রদোষকে আমি জামাতারূপে পেলেম । কেমন,
মারাবতি ! বর তোমার মনোনীত হয়েছে ত ?

মারা । আমি জানি নি ।

লহর। মা লক্ষ্মী আমার লজ্জার একটু দ্বন্দ্ব মূত্ৰ কছেন ।
বর খুবই মনঃপূত হয়েছে । একশ বছরের জায়গায় হাজার
বছর ঘুমতে চাই ছিলেন ।

শ্রম রা, পু। (নিজাতকে) কি রকম বাবা ! এমন বেরাড়া ঘুমও
ত কর্বন ঘুমুই নি । এই যে, যে বার সব খাড়া হয়ে ঠাড়িয়েছে ।

ওকি! রাজকুমারী যে আর এক জনের বাঁয়ে গিরে আশ্রয় নিয়েছে দেখছি! যাঃ, তবেই আমার কপালে তেঁতুল গোলা।

২য় রা, পু। (নিজাভঙ্গে) রাজকুমারি, রাজকুমারি, এমন ঘুম কি পাড়াতে হয় বাবা! সাড়া শব্দটি নাই, অঘোর হয়ে পড়ে-
ছিলেম। কই—কোথায়? ওকি ওঃ! বুঝছি বুঝছি! বাঁড়ের
ধন বাঁধে কেড়ে নিয়েছে।

৩য় রা, পু। (নিজাভঙ্গে) লিপে লিপে মদ ওড়ান গেছে
বাবা, এমন নেশা ত কখন হয়নি! মদের কোঁকেই কি বেঁহুস
হয়ে পড়েছিলেম? কই—রাজকুমারী কোথায়? হরিবোল হরি!
ও যে আর একজনের গা ঘেসে দাঁড়িয়েছে দেখছি, তবে আর
উপায় কি? শুকনো মুখেই বিদায় হওয়া যাক।

৪র্থ রা, পু। (নিজাভঙ্গে) ঘুম বটে বাবা, অনেক কাল এ
সুন্দের কথা মনে থাকবে। এইবার আড়ামোড়া দিয়ে ওঠা যাক।
রাজকুমারী আমার জন্তে কত হা হুতান কচ্ছে। ঐ যে রাজ-
কস্তা! ওকি বাবা! ও মূর্তি আবার কে! আমার দিকে চেয়ে
মুচকে মুচকে হাসছে! বুঝছি, বুঝছি, কেলা দখল হয়ে গেছে,
আমাদের আর আশা, ভরসা নাই।

(সত্যসখা ও কালী পরীর প্রবেশ।)

সত্য। বল শালী। সকলের সামনে লহরকে তাই বলে
জাক। নইলে এই ছোড়া বন্দুক কাড়লুম বলে। বল লহর
আমার তাই।

কা, পরী। লহর আমার তাই।

সত্য। আমার বল—লহর আমার তাই।

কা, পরী। লহর আমার তাই।

কেয়া মজেদার !

সত্য। আবার বল—না না থাক, ছবারই যথেষ্ট হয়েছে।

প্রদোষ। কি সেনাপতি মহাশয়, আপনাদের সব মিটে টিটে
গেল নাকি ?

সত্য। কি করি বল, করণীর ঘর নেহাতি কেলতে পারলুম না।

লহর। সকলেরই কাছোক একটা গতি হয়ে গেল, আমিই
কেবল ফুট ররে গেলুম। প্রথম খণ্ডে ত হ'ল না, দ্বিতীয় খণ্ডে
দেখা যাবে। কাছোক ব্যাপার খুব মজাদারই বটে !

সত্য। নিশ্চয়—নিশ্চয় ! আমি ত মলমল হয়ে গেছি !
কেয়া মজেদার ! কেয়া মজাদার !! কেয়া মজেদার !!

সকলে। কেয়া মজেদার ! কেয়া মজেদার !! কেয়া
মজেদার !!!

(নাল পরী, নীল, পরী, সবুজ পরী ও অস্ত্রান্ত পরীগণের
প্রবেশ, সমবেত সঙ্গীত ।)

খেলা কেয়া মজেদার, কেয়া মজেদার, কেয়া মজেদার ॥

আমোদ উঠে ফোয়ারা ছোটে, সাবাস গুলজার ॥

নেহাৎ কাঁকা মজা নয়,

দেখলে পরে, যা হ'ক কিছু—মনের বিকাশ হয়,

মন্দ ভাল দুইই আছে, হাসির একাকার ।

দোষে গুণে মিশেল করে, ধরছি ডালা সোহাগ ভরে,

বড় দিনের আমোদ, হাসি খুসীর বেজায় বাহার ॥

